Sadharan Bhram O Satsiddhanta

Answers as given by

Sri. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur

From a book by Sunderananda Vidyavinod.

প্রয়োগ করা হয়, তখন ইহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রণালী হইয়া দাঁড়ায়।

বর্ত্তমানে ধর্ম্মমহাসভার (?) নেতা কাহারা?

বর্ত্তমানে প্রায়ই যেখানে সেখানে ধর্ম্মের মহাসভা (?) হইতেছে এবং সেই সভায় নেতৃত্ব করিতেছেন, জগতের নামজাদা বিষয়ী, ভোগী বা প্রচ্ছন্নভোগি-সম্প্রদায়; আর, জগতের যত বহির্ম্মুখ লোকের মাথা গণনা করিয়া ধর্ম্মের প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হইবার আদর্শ প্রকাশিত হইতেছে! যদি নোবেল সাহেবের পুরস্কারে ভূষিত বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মোটা মাহিয়ানার লোক, কিংবা কোন রাষ্ট্রনায়ক বা পার্থিবলোকমান্য সাহিত্যিক বা কবি ধর্ম্মের কোন মীমাংসা প্রদান করেন, বা কোন লোকপ্রিয় মতবাদকে সমর্থন করেন, তাহাই হইয়া দাঁড়ায়—অবিসংবাদিত বাস্তব সত্য! আর তাঁহারা—যুগোচিত মহাজন! কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ সংখ্যাধিক্যের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে না বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি অমল শাস্ত্রের বাণী সেই সংখ্যাধিক্যের ভোটবাজীতে "একঘেয়ে" বলিয়া বিচারিত হইয়াছেন! বাস্তবসত্যকে তর্ক-পথের তৌলদণ্ডে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে!

গণমত পরমেশ্বরের বাণী নহে

"Vox populi is not Vox dei but Vox dei should be Vox-populi." অর্থাৎ গণমত পরমেশ্বরের বাণী নহে; কিন্তু, পরমেশ্বরের বাণী সজ্জনগণ-মত হওয়াই উচিত,—ইহাই আচার্য্যগণের যুক্তি-সম্পুটিত বাণী। কিন্তু, চিজ্জড়সমন্বয়-বাদিগণ ঠিক্ ইহার বিপরীত কথা বলিতেছেন,—'যত মত, তত পথ'! গণমত হইবে কি-না, ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথ বা পরমেশ্বরের মত! যেখানে গণমত-প্রিয়তাই ধর্ম্ম, সেখানে পরমেশ্বরপ্রীতি

নির্ব্বাসিত; আর, যেখানে জগতের বিষয়-ধুরন্ধরগণের সমর্থন বাস্তবসত্য-নির্দ্ধারণের কষ্টিপাথর, সেখানেও অকৃত্রিমসত্য অস্তমিত। বহির্ম্মুখ লোকরুচির অনুযায়ী ধর্ম্ম হইলে বাস্তব চিরদিন সত্য সুগুপ্ত থাকিবেন।

দ্বাদশ প্রসঙ্গ

সাধারণ ভ্রম ও সৎসিদ্ধান্ত

শব্দশাস্ত্রবিদ্গণ সাধারণ শিক্ষার্থীর জন্য সাধারণ ভ্রমাবলীর উল্লেখ করিয়া থাকেন। ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের বা শব্দশাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষার্থিগণের পাঠ্য পুস্তকে আমরা সাধারণ ভুল বা 'Common errors' নামে কতকগুলি বিষয় দেখিতে পাই। ঐ সকল সাধারণ ভুল শিক্ষার্থিগণের ত' পদে পদে ঘটিয়া থাকেই, এমন কি, যে-সকল শিক্ষক-মহোদয় শব্দশাস্ত্রে সম্পূর্ণ পারঙ্গত হন নাই বা অনভ্যস্ত তাঁহাদেরও অনেক সময় ঐ সকল সাধারণ ভ্রম অজ্ঞাতসারে হইয়া থাকে।

সাধারণ ভ্রম দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা

এই জন্য আজকাল শব্দশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী, অভিজ্ঞগণ সাধারণকে এবং অনভিজ্ঞ শিক্ষকগণকে ঐ সকল সাধারণ ভ্রম বা 'Common errors' এর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য উহাদিগের তালিকা ও তৎসঙ্গে শুদ্ধ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া অনেকের কল্যাণ বিধান করিতেছেন। যে-সকল শব্দশাস্ত্র-পারঙ্গত অভিজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণের নিত্য সংঘটিত

ভ্রমসমূহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরম হিতৈষী। শিক্ষার্থিগণ বিশেষতঃ অনভিজ্ঞ শিক্ষকম্মন্য ব্যক্তিগণ যদি ঐ সাধারণ ভ্রম-প্রদর্শনকারী অভিজ্ঞগণকে তাঁহাদের সাধারণ-ধারণার বিপর্য্যয়-সংঘটনকারী দেখিয়া উঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অভিজ্ঞগণের প্রদর্শিত ভ্রমসমূহ সংশোধন করিবার চেষ্টা না করেন এবং যদি ভাবেন,—'যখন ঐ ভুলগুলি বহুদিন হইতে আমাদের অভ্যাসগত হইয়াছে এবং সাধারণের মধ্যেও সেইগুলি ভুল বলিয়া গৃহীত না হইয়া চলিয়া যাইতেছে, সেইরূপ অবস্থায় অভিজ্ঞগণের প্রদর্শিত সাধারণ ভ্রম সংশোধন করিবার ক্লেশ, তথা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া অপর ব্যক্তির আনুগত্য স্বীকার করার আবশ্যকতা কি ?' এইরূপ বিচার করিলে বঞ্চিত হইবেন কাহারা ? দুঃখের বিষয়, অনেক সময় অনভিজ্ঞ শিক্ষকম্মন্য ব্যক্তিগণ ঐসকল হিতৈষী অভিজ্ঞের সাধারণভ্রম-প্রদর্শন ব্যাপারটাকে 'নিন্দার কার্য্য' বা 'তাহাদিগের সহিত বিদ্বেষ' প্রভৃতি মনে করিয়া থাকেন।

ভ্রম-প্রদর্শনকারী হিতৈষীকে 'নিন্দক' বলা সঙ্গত কি ?

বহির্ম্মুখ মানব-সমাজে, গণমতবাদে, ধার্ম্মিকম্মন্য ব্যক্তিগণে, এমন কি, ভক্তিরাজ্যের শিক্ষার্থী, তথা শিক্ষকম্মন্য ব্যক্তিগণের মধ্যেও বহু সাধারণভ্রম অবাধে চলিয়া আসিয়াছে। চিজ্জড়-সমন্বয়বাদিগণের সাধারণ-ভ্রমসমূহ অসংখ্য। তাহা হইতে কতিপয় ভ্রম উদ্ধার করিয়া তৎসহ উহার সংশোধিত সৎসিদ্ধান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল। আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ সাধারণ ভ্রমসমূহের নিরপেক্ষ বিচার করিয়া সৎসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

পৃথিবীর শতকরা শতজনের মধ্যেও যদি কোন ভ্রান্ত মত বা ঐরূপ বহু মতবাদ প্রচলিত থাকে এবং যদি সকলেই সেই মত অবনত মস্তকে গ্রহণ করে, তথাপি উহাকেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক শ্রৌত-বিচারের প্রতি আলস্য প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, শ্রৌত-বিচারমূলক, সৎসিদ্ধান্ত হইতে কৃষ্ণে চিত্ত সুদৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হয়। এতৎপ্রসঙ্গে সাধারণ ভ্রমসকল ও তন্নিরসনার্থ সৎসিদ্ধান্তসমূহ প্রদর্শিত হইতেছে,—

ভ্রম ১। "যত মত, তত পথ"—এই বিচারই সমস্ত ধর্ম্মবিবাদের মীমাংসা ও ভগবদ্দর্শনকারীর কথা।

সৎ সিদ্ধান্ত ১। "যত মত, তত পথ"—এই মতবাদ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার চরম ও আত্মধর্ম্মের সন্ধানহীন নির্ব্বিশেষ-চিন্তাপর মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের লোকবঞ্চন ও মনোরঞ্জনকারিণী কথা।

ভ্রম ২। নির্ব্বিশেষ মোক্ষ-লাভই চরম প্রয়োজন।

সৎ ২। নির্ব্বিশেষ-মোক্ষও আত্মহত্যা; স্বর্গ, মোক্ষ ও নরক একই শ্রেণীর।

ভ্রম ৩। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-কামনা হেয় হইলেও মুক্তিকামনা উপাদেয় ও বরণীয়।

সৎ ৩। ভোগ-কামনা ও মোক্ষ-কামনা উভয়েই পিশাচী।

ভ্রম ৪। কথায় চিড়ে ভিজে না, ধর্ম্ম-কথায় কাজ হয় না, কর্ম্ম কর।

সৎ ৪। অপ্রাকৃত-কথাই ভগবানের অপ্রকটলীলায় তাঁহার অবতার। অপ্রাকৃত শব্দই—ব্রহ্ম। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই চরম-সিদ্ধি লাভ হয়।

ভ্রম ৫। গণমতের ভোটে সাধু-মহাপুরুষ ও ধর্ম্ম নিরূপণ করা যায়।

সৎ ৫। গণমতের দ্বারা জাগতিক সদসৎ ব্যক্তি বা পার্থিব ধর্ম্ম নিরূপিত হইতে পারে, অপার্থিব ধর্ম্ম নহে।

ভ্রম ৬। মানুষের সেবা বা জীবের দেহ-মনের সেবাই ঈশ্বর-সেবা।

সৎ ৬। বদ্ধজীবের দেহ-মনের সেবাকে ঈশ্বর-সেবা বলা চরম নাস্তিকতা। তাহা অধোক্ষজ ভগবৎসেবা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অধোক্ষজ-ভগবানের একান্ত সেবক বা মহাভাগবতের সেবা-দ্বারা পরমেশ্বরে সেবা-বুদ্ধির উদয় হয়; কিন্তু, বদ্ধজীবের দেহ-মনের সেবার দ্বারা হরি-বিস্মৃতি ঘটে।

ভ্রম ৭। 'জীবে দয়া' কথাটি দাম্ভিকতা-ব্যঞ্জক, 'জীব-সেবা' বা 'জীব-প্রেম' কথাটিই ঠিক্।

সৎ ৭। বদ্ধজীবের প্রতি কৃপা বা দয়া; আর, মুক্ত পুরুষের প্রতি সেবা ও পরমেশ্বরে প্রেম-শব্দ প্রযোজ্য। অতএব 'জীব-সেবা' ও 'জীব-প্রেম' কথাটি স্বকপোল-কল্পিত নাস্তিকতাগর্ভ অর্থাৎ অধোক্ষজ ভগবৎসেবা হইতে জীবকে বঞ্চিত করিবার জন্য মায়ার কুমন্ত্রণা।

ভ্রম ৮। দরিদ্র, দুঃস্থ প্রভৃতি নারায়ণমূর্ত্তিতে আমাদের সেবা-গ্রহণে সমাগত।

সৎ ৮। সর্ব্বসদ্গুণ-কল্যাণ-বারিধি, চিদৈশ্বর্য্যপতি ও লক্ষ্মীপতি নারায়ণ কখনই দরিদ্র বা দুঃস্থ হইতে পারেন না। দরিদ্রতা প্রভৃতি নারায়ণ-বিমুখের কর্ম্মফলভোগ। কর্ম্মফলভোগীর সেবা করিলে কোনও দিন মঙ্গল হইতে পারে না। তাহাতে বদ্ধদশা উপস্থিত হয়। জড়-ভরত উহার দৃষ্টান্ত। জড়ভরত কোনদিনই হরিণত্ব প্রাপ্ত হন নাই। তিনি নিত্যমুক্ত, তবে বদ্ধজীব বিষয়াসক্তিবশতঃ এইরূপ অবস্থা লাভ করে, ইহা দেখাইবার জন্য তাঁহার হরিণদেহ ধারণ।

ভ্রম ৯। 'জীব ভগবানের দাসানুদাস'—এরূপ অভিমান জীবের অধোগতিকারক।

সৎ ৯। জীব ভগবদ্দাসানুদাস—ইহাই প্রত্যেক নির্ম্মল আত্মার বা পরমমুক্ত পুরুষের স্বরূপের অভিমান। আর, 'আমি প্রভু বা জগতের কর্ত্তা'—ইহা প্রকৃতিকবলিত, রিপুতাড়িত মায়াবদ্ধ-জীবের পতনের পতাকা। 'আমিই ব্রহ্ম', এরূপ অভিমানও আত্মহত্যার পথের যাত্রীর অভিমান।

ভ্রম ১০। নির্ব্বিশেষবাদ ও প্রেম একই বস্তু, কেবল ভিন্ন নাম-মাত্র।

সৎ ১০। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান অভক্তি বা নাস্তিকতা; আর প্রেম ভক্তির পরিপক্কাবস্থা বা আস্তিকতার সর্ব্বোত্তমাবস্থা।

ভ্রম ১১। সূর্য্য, গণেশ, দুর্গা, শিব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পাতা, ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্ত্তা, জিহোবা, জিয়ুস্, জুপিটর্, অহুর মজ্দা, আল্লা, বিষ্ণু প্রভৃতি শব্দদ্বারা সকলেই একই বস্তুকে নির্দ্দেশ করেন। উঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এক জলেরই ভিন্ন ভিন্ন নামের ন্যায়।

সৎ ১১। সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি দেবতা বিষ্ণুর আবৃতস্বরূপ ও আংশিক জড়শক্তির দ্যোতক বিশেষণজাতীয় শব্দবিশেষ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিষ্ণুর অসম্যক্ প্রকাশ; পরমাত্মা আংশিক প্রকাশ; পাতা, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি বিষ্ণুর বিরাট্ রূপের আংশিক পরিচয়ের বিশেষণ বিশেষ। জিহোবা, জিয়ুস্, জুপিটর্, প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন ধর্ম্মের শব্দও বিশেষণ-বাচক এবং জড়া প্রকৃতির সম্বন্ধে ঈশ্বরের আংশিক পরিচয়-নির্দ্দেশক; কিন্তু, কৃষ্ণতত্ত্ব বিশেষ্যবাচক পূর্ণতম-তত্ত্ব। তিনি শক্তিমত্তত্ত্ব—অধোক্ষজ অখিলরসবিগ্রহ।

ভ্রম ১২। নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, বামনাদি অবতার ও কৃষ্ণের মধ্যে কোনপ্রকার তারতম্য নাই। কৃষ্ণভক্ত ও রামভক্ত একই শ্রেণীর।

সৎ ১২। কৃষ্ণ অংশী ; অন্যান্য সব অবতার—অংশ। অতএব, কৃষ্ণ ও অন্যান্য অবতারের মধ্যে অংশী ও অংশ-বিচার আছে এবং তজ্জন্য লীলা-বিচিত্রতাও আছে। কৃষ্ণ অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি। নিখিল ঐশ্বর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ও যাবতীয় রসকে ক্রোড়ীভূত ও সমন্বিত করিয়া তিনি নিত্য মাধুর্য্যরসবিগ্রহ। নারায়ণাদি বিষ্ণুতত্ত্বগণ পুরুষোত্তম ; কিন্তু, কৃষ্ণ স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম। সকল রস ও সর্ব্বাঙ্গ-দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয়। কিন্তু, একাধারে সকল রস ও সর্ব্বাঙ্গ-দ্বারা অন্যান্য অবতারের সেবা হয় না ; এজন্য কৃষ্ণভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। 'প্রেম' কথাটি একমাত্র কৃষ্ণতেই সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য।

ভ্রম ১৩। নারায়ণ অজ বলিয়া কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ ও রাম জন্ম-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা মানব বা অতিমানব।

সৎ ১৩। নারায়ণ বা কৃষ্ণে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই। কিন্তু, ভগবান্ যেখানে তাঁহার অবিচিন্ত্য বিরোধ-ভঞ্জিকা শক্তিমত্তা পূর্ণতমরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার পূর্ণতম অভিব্যক্তি। নারায়ণের অজত্ব মানব-ধারণার অধিগম্য। কিন্তু, ভগবান্ অজত্ব ও জন্মিত্ব একাধারে প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণস্বরূপে অবিচিন্ত্য-বিরোধ-ভঞ্জিকা শক্তিমত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য কৃষ্ণকে মানব বা অতিমানব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা দূরে থাকুক, কেবলমাত্র বিষ্ণুতত্ত্বেও আবদ্ধ করা যাইতে পারে না। তিনি অবিচিন্ত্য শক্তিমদ্‌বিগ্রহ পরাৎ-পরতত্ত্ব।

ভ্রম ১৪। রামলীলা নীতিপুষ্টা বলিয়া লোকের পক্ষে মঙ্গলকারক ; কিন্তু, কৃষ্ণলীলা ব্যাপারটী দুর্নৈতিক ও গর্হণীয়।

সৎ ১৪। রামলীলার দ্বারা জীবের বৈধ-লাম্পট্য ও কৃষ্ণলীলার অবতারের দ্বারা অবৈধ-লাম্পট্য নিরস্ত হইয়াছে। রামলীলা

জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, বৈধ-পত্নীর প্রতি আসক্তিও জীবের আত্মমঙ্গলের পরিপন্থী। বৈধভোক্তাও একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণু। আর, কৃষ্ণের পারকীয় লাম্পট্য-লীলা-দ্বারা জীবকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব যোষিতের একমাত্র একচেটিয়া ভোক্তা। কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সকলেই স্বরূপে প্রকৃতি অর্থাৎ কৃষ্ণের ভোগ্যা। অতএব, জীবের কোনপ্রকার লাম্পট্য করিবার অধিকার নাই। কৃষ্ণলীলা জীবের দুর্নীতির মূলোৎপাটনকারিণী বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও সর্ব্বারাধ্যা।

ভ্রম ১৫। বৃন্দাবনীয় কৃষ্ণোপাসনা হইতে দ্বারকার বহুবল্লভ কৃষ্ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা একপত্নী-ব্রতধর প্রজারঞ্জক রামের উপাসনা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা অজ-লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা একল বাসুদেবের উপাসনা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা শ্রেষ্ঠ।

সৎ ১৫। অপ্রাকৃত ধামের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন এই জগৎ। সুতরাং, এ জগতে যাহা যতটা হেয়, অবিকৃত-জগতে তাহা ততটা উপাদেয় অর্থাৎ পরতত্ত্বের ইন্দ্রিয়তোষণকারী। অতএব, অপ্রাকৃত রাজ্যের ক্রম প্রাকৃত-রাজ্যের ক্রমের বিপরীত। তাই, কৃষ্ণের লাম্পট্য-লীলা সর্ব্বপ্রকার ভগবল্লীলার মস্তকে নৃত্য করিয়া থাকে। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে মহিষীবল্লভ দ্বারকেশের লীলায় প্রবেশাধিকার হয়, তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে একপত্নীব্রতধর রামের লীলায় প্রবেশাধিকার হয়। সীতা-রামের লীলা হইতে বঞ্চিত হইলে অজ-লক্ষ্মীনারায়ণের লীলায় রুচি হয়, তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে একল বাসুদেবের কথায় রুচি হয় ; আবার নিঃশক্তিক ভগবদ্‌বিগ্রহে আদর প্রদর্শন করিতে গিয়া

ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি আদর হয়, নির্ব্বিশেষভাবকে শ্রেষ্ঠ মনে করিলে আত্মহত্যা ঘটে, অর্থাৎ আত্মবৃত্তি শুদ্ধ হয়।

ভ্রম ১৬। কৃষ্ণ ঐতিহাসিক অতিমানব-বিশেষ।

সৎ ১৬। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, তাঁহার কলা-বিকলা-স্বরূপ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পিতা, সেই ব্রহ্মার সৃষ্টির মধ্যেই ইতিহাসের কথা। সুতরাং, স্বয়ংরূপ বস্তুকে ব্রহ্মার রাজ্যের ইতিহাসের আসামী করিতে গেলে তাঁহার স্বয়ংরূপ-দর্শনে বঞ্চিত হইতে হয়। যাহারা ব্রহ্মার সৃষ্টরাজ্যের কর্ম্মদণ্ডের আসামী, তাহারাই কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক অতিমানব প্রভৃতি মনে করে। তবে ইতিহাস কৃষ্ণের লীলানুকূলতা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলে ধন্য হয়। এইখানেই ইতিহাসের সার্থকতা।

ভ্রম ১৭। কৃষ্ণলীলা আধ্যাত্মিক বা রূপক।

সৎ ১৭। 'অধ্যাত্ম' জিনিষটি মনঃসম্বন্ধীয়। 'আত্মা'-অর্থে এখানে সূক্ষ্মদেহরূপ মনঃ। মনঃ—জড়বস্তু। অতএব, কৃষ্ণলীলা আধ্যাত্মিক নহে ; তাহা সর্ব্বতন্ত্র-স্বাতন্ত্র্যময়ী, অপ্রাকৃত-মাধুর্য্যমর্য্যাদাময়ী। তাহা গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হন, লোকে সৃষ্টি বা কল্পনা-দ্বারা গড়িতে পারে না। অতএব, তাহা রূপক বা কাল্পনিক নহে ; তাহা বাস্তব নিত্য অবতার—ভোগময়ী ও ত্যাগময়ী দৃষ্টির দৃশ্যের অন্তর্গত নহে। অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ-লীলা কৃষ্ণশক্তির অবিচিন্ত্য প্রভাব। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ-মাত্রের অধীন জ্ঞেয়বিশেষ না হওয়ায় আধ্যাত্মিক ও রূপক শব্দান্তর্গত ভাবাধীন নহে।

ভ্রম ১৮। শ্রীচৈতন্যদেব 'জীবে প্রেম' শিক্ষা দিয়াছেন, এজন্যই তাঁহার নাম প্রেমাবতার।

সৎ ১৮। শ্রীচৈতন্যদেব জীবে প্রেম-শিক্ষাদাতা নহেন। 'জীবে প্রেম' কথাটাই বন্ধ্যার বা নপুংসকের পুত্রের ন্যায় নিরর্থক। শ্রীচৈতন্যদেব অপ্রাকৃত পরমেশ্বরে প্রেমশিক্ষা দিয়াছেন, আর অচৈতন্যদেবগণের কুসিদ্ধান্তে 'জীবে প্রেম' কথাটি আধুনিক-কালে কল্পিত হইয়াছে।

ভ্রম ১৯। শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ মানিতেন না।

সৎ ১৯। শ্রীচৈতন্যদেব ব্যবহারিক-সমাজ-সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ছিলেন। তিনি সমাজ-সংস্কারক নহেন, তিনি স্বয়ংরূপ ভগবান্ হইয়াও পরমার্থ-শিক্ষকের লীলাভিনয়কারী। অতএব, তিনি পরমার্থ-বস্তুতে লোকের প্রাকৃতবুদ্ধি নিরাস করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব ভগবৎ-প্রসাদে ও বৈষ্ণবে কখনও জাতিবুদ্ধি অর্থাৎ তাঁহাদিগকে প্রাকৃতবস্তু-সামান্যে দর্শনের শিক্ষা প্রচার করেন নাই। এই কৃষ্ণসেবানুকূল ব্যবহার ব্যবহারিক-জাতি-ভেদ মানা বা না মানার সঙ্গে সমান নহে।

ভ্রম ২০। শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ-সংরক্ষণের কথাই আচার, প্রচার করিয়াছেন।

সৎ ২০। শ্রীচৈতন্যদেব ব্যবহারিক জাতি, যাহার মূলে শুক্র-শোণিতের বদ্ধবিচার আছে, তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ ছিলেন। পরমার্থ-বিচারই তাঁহার সকল বিচারের মেরুদণ্ড। পরমার্থের প্রতিকূল স্ত্রীসঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্তের দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিবার শিক্ষাই তিনি আচার ও প্রচারে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই, তিনি 'অভোজ্যান্ন বিপ্রে'র হস্তপাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন এবং কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণেরও নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন নাই ; অথচ ঠাকুর হরিদাসকে তিনি এক পংক্তিতে ভোজন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন এবং অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর দ্বারা হরিদাসের সহিত এক পংক্তিতে শান্তিপুরে যথেচ্ছভাবে

ভগবৎপ্রসাদ-গ্রহণ-লীলা প্রচার করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছেন, তবে অবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি দুঃসঙ্গের প্রতিষেধকরূপে অবশ্য সংরক্ষণ করিতে বলিয়াছেন।

ভ্রম ২১। Academic discussion বা আধ্যক্ষিক চর্চ্চাদ্বারা শ্রীচৈতন্যদেব বা ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝা যায়

সৎ ২১। Academic discussion দ্বারা খোসা লইয়া টানাটানি করা যায়। Academic discussion বা আধ্যক্ষিক আলোচনা জিনিষটা দশানন রাবণের ছায়া-সীতা হরণ করিয়া বগল বাজাইবার ন্যায়।

ভ্রম ২২। ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগই সাধ্য।

সৎ ২২। ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগে গমনের চেষ্টা পাপীর বা ভোগীর ভোগের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে নির্ব্বিশেষবাদের যূপকাষ্ঠে গলদেশ স্থাপন বা একচেটিয়া ভোক্তা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যভোগ অপহরণের দুর্ব্বুদ্ধি।

ভ্রম ২৩। ত্যাগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

সৎ ২৩। ভোগ ও ত্যাগ অর্থাৎ অভক্তি উভয়ই পিশাচী। ভোগ—পাপ, ত্যাগ—অপরাধ। ভোগ হইতে ত্যাগ অর্থাৎ পাপ হইতে অপরাধ আরও ভয়াবহ। কারণ 'ত্যাগ' পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত বিলাস অর্থাৎ নিত্যসেবা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। অতএব, ভোগ ও ত্যাগ কোনটাই আত্ম-স্বরূপের ধর্ম্ম নহে। ভোগ ও ত্যাগ উভয়কে ত্যাগ করিলে আত্মার নিত্যসিদ্ধি-স্বভাব কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়।

ভ্রম ২৪। শ্রীবিগ্রহ-সেবা ও পৌত্তলিকতা এক।

সৎ ২৪। শ্রীবিগ্রহ ভগবানের নিতসিদ্ধ অপ্রাকৃত স্বরূপের প্রপঞ্চে

অবতার। আর, পুত্তল বদ্ধজীবের কল্পিত ও বদ্ধরুচির ছাঁচে গড়া কামনা-তৃপ্তির অনুকূল মানব-সৃষ্ট 'ভোগ্য জড়তা'। পুত্তলকে ভোগ করা যায়; ঘুষ দিয়া বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির খাজাঞ্চি করা যায়; আর, শ্রীবিগ্রহ বা অর্চ্চাবতারের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সর্ব্বদা আত্ম-বৃত্তিকে নিয়োগ করিতে হয়। অতএব, শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণ পৃথক্।

ভ্রম ২৫। পঞ্চোপাসকের বিষ্ণূপাসনা ও শুদ্ধবৈষ্ণবের অর্থাৎ যাহারা বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার স্বতন্ত্র পরমেশ্বরত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের বিষ্ণূপাসনা এক।

সৎ ২৫। পঞ্চোপাসক তাহার ভোগোন্মুখ বা ত্যাগোন্মুখ মনের বা বদ্ধরুচির ছাঁচের বিষ্ণুকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনার সুবিধা-বাদ আদায়ের খাজাঞ্চিরূপে বরণ করিয়া যে বিষ্ণুর সাময়িক রূপ কল্পনা করেন এবং সেই সুবিধাবাদ দোহনের জন্য খাজাঞ্চির প্রতি যে ঘুষদান-রূপ উপাসনার বাহ্যাকার প্রকাশ করেন, উহার সহিত অধোক্ষজ-বিষ্ণুর নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্যময়ী অহৈতুকী সেবা-চেষ্টা কোনরূপেই এক নহে। পঞ্চোপাসকের বিষ্ণূপাসনার ছলনা—ভোগ; আর, অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের বিষ্ণূপাসনা—সেবা।

ভ্রম ২৬। শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ মাত্র। তাঁহার মূর্ত্তি হয় না।

সৎ ২৬। শ্রীকৃষ্ণ অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি; রসই বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক অপ্রাকৃত অঙ্গই রসদ্বারা গঠিত অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গই ভোক্তা। ভোক্তাকে নপুংসক বা নিরিন্দ্রিয় করিলে 'রসময়' কথার সার্থকতা থাকে না। তাই, রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণ রাসে অসংখ্য গোপীর ভোক্তা। রস ভাবমাত্র নহে। অপ্রাকৃত-

রস প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-দ্বারা উপলব্ধ না হইলেও অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়েরই একমাত্র আস্বাদ্য। রসে আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন এই তিনটি ব্যাপার যুগপৎ আছে। অতএব, রসস্বরূপ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত রসময় নাম, রসময় গুণ, রসময় রূপ, রসময় পরিকর ও রসময়ী লীলা-বিশিষ্ট।

ভ্রম ২৭। ভগবান্ অনুভবের বিষয়—সেবার বিষয় নহে।

সৎ ২৭। সেবা-বিহীন অনুভব আত্মভোগ ও নাস্তিকতা-মাত্র। ইহা নির্ব্বিশেষ-কল্পনা-বিশেষ। অনুভবের মধ্যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে নির্ব্বিশেষ করিবার চেষ্টায় নিজের প্রচ্ছন্ন ভোগের স্পৃহা আছে; আর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সেবায় নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বান্ পরমেশ্বরের পূর্ণ ইন্দ্রিয়-তর্পণের সর্ব্বাঙ্গীন চেষ্টা রহিয়াছে। অতএব, সেবা-বিহীন অনুভব—প্রচ্ছন্ন ভোগ। আর সেবা—সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ।

ভ্রম ২৮। নাম-রূপ-বিহীন বস্তুই পরতত্ত্ব; যেহেতু, নামরূপ-বিশিষ্ট বস্তু পার্থিব ও নশ্বর বলিয়াই প্রত্যক্ষীকৃত হয়।

সৎ ২৮। প্রাকৃত নাম-রূপ-বিশিষ্ট বস্তু পার্থিব ও নশ্বর বটে; কিন্তু, এই সকল প্রাকৃত-বস্তুর নাম-রূপ কোথা হইতে আসিল? ইহাদের আকর কোথায়? অপ্রাকৃত নাম-রূপাদি-বিচিত্রতার বিকৃত প্রতি-বিম্বই জগতের নাম-রূপময়ী বিচিত্রতা। অতএব, অপ্রাকৃত নাম-রূপাদি-বিচিত্রতা বৈকুণ্ঠ বস্তুতে নিত্যসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা এজগতের হেয়তা-ধর্ম্ম অপ্রাকৃত বস্তুতে আরোপ করিলে অজ্ঞতা ও মূর্খতাই প্রমাণিত হইবে। বাস্তব নাম-রূপ-বিশিষ্ট বৈকুণ্ঠ বস্তুর পরিবর্ত্তন হইবে না।

ভ্রম ২৯। ভোগীরই অর্থের প্রয়োজন, সাধুগণের নিকট অর্থ 'বিষ' বলিয়া পরিত্যাজ্য।

সৎ ২৯। ভোগীর নিকটই অর্থ বিষক্রিয়া করে, ভোগীর ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া তাহার নিজের ও সমাজের সর্ব্বনাশ করায়। ভগবৎ-সেবক ভোগী ও ত্যাগী নহেন বলিয়া তিনি নারায়ণের অর্থ যাহা ভোগী আত্মসাৎ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ছলে, বলে, কৌশলে গ্রহণ করিয়া ভোগীর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আত্মমঙ্গল করিয়া থাকেন। মালিকের অর্থ মালিকের সেবায় নিযুক্ত করেন। ভগবৎ-সেবক কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বস্তুকে ত্যাগ করেন না, তদ্দ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন।

ভ্রম ৩০। প্রাচীনকালের সাধু, সন্ন্যাসিগণকে জটা-বল্কলধারী ও বাতাহারী দেখা যাইত; কিন্তু, কলিযুগের সাধু বিষয়িগণের ন্যায় সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন।

সৎ ৩০। প্রাচীনকাল বা কলিকাল, কিংবা যে-কোন কালের সাধুই হউন না কেন, যদি কেবল ফল্গুত্যাগের প্রতিষ্ঠাকেই কেহ বড় মনে করেন, তাহা হইলে সেরূপ ব্যক্তি কনক-কামিনী ত্যাগ করিবার বাহ্য অভিনয় করিয়াও প্রতিষ্ঠাশাভোগী। প্রকৃত সাধু কখনও নিজের ভোগের জন্য কিছু গ্রহণ করেন না। ব্যক্তিগত ভজন ও গোষ্ঠীগত ভজনে ভেদ আছে। যেখানে গোষ্ঠীগত ভজনের দ্বারা লোকের উপকার করিবার চেষ্টা, সেখানে ভগবৎকথা-কীর্ত্তনের বাহনরূপে ধন, জন, এমন কি বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত নানাপ্রকার উপায়ন সকলই পরমার্থ-বিস্তারের অনুকূলরূপে নিযুক্ত করা হয়। যুক্ত-বৈরাগ্য ও ফল্গু-বৈরাগ্য—এক নহে।

ভ্রম ৩১। শঙ্করাচার্য্য বা শাক্যসিংহের বৈরাগ্যের আদর্শ ও শ্রীসনাতন-রূপের বৈরাগ্যের আদর্শ এক, অথবা পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যগণের বৈরাগ্য শেষোক্তগণের অপেক্ষা অধিক লোকচমৎকারকারী।

সৎ ৩১। শঙ্করাচার্য্য, শাক্যসিংহ বা পার্শ্বনাথাদি জিনগণের বৈরাগ্য চরমে নির্ব্বিশেষ নাস্তিকতা বা আত্মহত্যায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাহা ভোগের প্রতিক্রিয়া বা প্রচ্ছন্ন-ভোগের দ্বিতীয়-মূর্ত্তি অর্থাৎ 'খট্টাভঙ্গে ভূমিশয্যা'র ন্যায় ভোগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ত্যাগ-মাত্র। আর, শ্রীরূপ-রঘুনাথাদির বৈরাগ্য ভোগের প্রতি বিরক্তিজনিত প্রতিক্রিয়া নহে। তাহা অদ্বিতীয় ভোক্তা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সর্ব্বোত্তম উৎকণ্ঠার পরিচায়ক। তদ্দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ নবনবায়মানভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কখনও নির্ব্বিশেষভাব আসে না।

ভ্রম ৩২। বৈষ্ণবধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখা-বিশেষ।

সৎ ৩২। বৈষ্ণবধর্ম্মই একমাত্র সনাতন শ্রৌতধর্ম্ম বা স্বয়ং পরমেশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত আত্মধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম। 'হিন্দু' শব্দটি অবৈদিক ও বৈদেশিক। সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম মুখে বেদ মানিয়া পঞ্চোপাসনারূপ পৌত্তলিকতা ও নির্ব্বিশেষবাদ-রূপ নাস্তিকতা বরণ করিয়াছে। ঐরূপ পৌত্তলিকতা প্রচ্ছন্ন অনার্য্য-ধর্ম্ম; অতএব, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখা—এরূপ উক্তি সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

ভ্রম ৩৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম creedal religion বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। আর, হিন্দুধর্ম্ম cultural religion বা কৃষ্টিসাধনোন্মুখ উদার ধর্ম্ম।

সৎ ৩৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম যথেচ্ছাচারিতারূপ উদারতা, অসাম্প্রদায়িকতা বা মনোধর্ম্মের যাবতীয় দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে ভজন-প্রণালী অনুসরণের জন্য সৎসম্প্রদায়-প্রণালী স্বীকার করেন এবং "সম্প্রদায়-

বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ"—এই শাস্ত্রীয় বিচার অনুসরণ করেন। কিন্তু, তথা-কথিত হিন্দুধর্ম্মের খোঁয়াড়ে যাবতীয় মনের খেয়াল, যথেচ্ছাচার ও বহুরূপিণী নাস্তিকতা ধর্ম্মের ধ্বজা-হস্তে প্রবেশ করিয়া সুবিধাবাদ ও সম্ভোগবাদকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া বরণ করে। তথা-কথিত হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কৈতব-রহিত আত্মধর্ম্মের অনুশীলনের কথা অপেক্ষা ব্যবহারিকতা, সামাজিকতা, রাজনৈতিকতা, দলাত্মবোধ প্রভৃতি বহির্ম্মুখ-ভাবই প্রধান। তাই, হিন্দু ও অহিন্দুর সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দৃষ্ট হয়। অতএব, তথা-কথিত হিন্দুধর্ম্ম অতিশয় সঙ্কীর্ণ অসৎসাম্প্রদায়িক অর্থাৎ দেহ-মনোধর্ম্মপর; আর, বৈষ্ণবধর্ম্ম দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জনার্থ শ্রৌতপথ, সৎ-সম্প্রদায় অর্থাৎ অকৈতব আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ।

ভ্রম ৩৪। ভাগবতধর্ম্ম পৌরাণিক; আর, হিন্দুধর্ম্ম বৈদিক। অতএব, হিন্দুধর্ম্ম অধিকতর প্রাচীন ও প্রামাণিক।

সৎ ৩৪। ভাগবতধর্ম্ম সনাতনধর্ম্ম; বেদ সঙ্কলিত হওয়ার পূর্ব্বেও তাহা প্রকাশিত ছিল। পুরাণসমূহ প্রাগ্‌বৈদিক যুগেও বিরাজিত ছিল, তাই তাঁহাদের নাম 'পুরাণ' বা 'সর্ব্বপ্রাচীন'। সেই সকল পুরাণ লুপ্ত হইলে পুনরায় ব্যাস বা শ্রৌত-শাস্ত্র-সঙ্কলনকর্ত্তা তাহা পরবর্ত্তিকালের ভাষায় সঙ্কলিত করেন। পুরাণ বেদতাৎপর্য্য পূরণ করিয়াছেন। পুরাণের অনুসরণ ব্যতীত বেদ-স্বীকারে ছলনা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা ও 'অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়'। বেদ বা শ্রুতি পারমার্থিক রাজ্যের শিশু-পাঠ, আর শ্রীমদ্ভাগবত চরম-পাঠ। শ্রুতিতে মুখ্য-ভাবে শান্তরসের কথা, আর ভাগবতে মুখ্যভাবে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গার-রসের কথা আছে। ভাগবতধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবানের প্রকাশিত ধর্ম্ম—"ধর্ম্মস্তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্"; কিন্তু, মানব বা অতিমানব-

গণের সৃষ্টধর্ম্ম কথঞ্চিৎ সামাজিক বা নৈতিকধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইলেও পরমেশ্বর-প্রকাশিত আত্মধর্ম্মের সমকক্ষ হইতে পারে না। মানবসৃষ্ট মনোধর্ম্মের যথেচ্ছাচারিতাই বর্ত্তমানে অসাম্প্রদায়িকতা ও উদারতার ধ্বজা লইয়া শ্রৌত-পথকে অস্বীকার করিতেছে। অতএব, তথা-কথিত আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম মানব-কল্পিত সুবিধাবাদ-সংগ্রহের বাহন হইয়া পড়িয়াছে। তথা-কথিত হিন্দুধর্ম্ম নামে, রূপে, গুণে ও পারিপার্শ্বিকতায়—সর্ব্ববিষয়ে শ্রৌতনিষ্ঠা পরিত্যাগ করায় ব্যভিচারী; আর বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম সর্ব্ববিষয়ে সনাতন ও শ্রৌতপথানুসরণকারী

ভ্রম ৩৫। বৈষ্ণবধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক বলিয়া সঙ্কীর্ণ ও হিন্দুধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক বলিয়া সার্ব্বজনীন।

সৎ ৩৫। বৈষ্ণবধর্ম্ম ধর্ম্মার্থ-কাম ও মোক্ষকামের দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-পূর্ব্বক অধোক্ষজ কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণপর সৎসঙ্গ-গ্রহণের জন্য সৎসাম্প্রদায়িক। 'সৎসঙ্গ' অর্থে শ্রৌত-পথ। আত্মধর্ম্ম শ্রৌত-পথেই বিকশিত হয়। বৈষ্ণবধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম; উহা কেবল বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ, য়ুরোপ, আমেরিকা বা পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের অনাবৃত নির্ম্মল আত্মার ধর্ম্মমাত্র নহে; পরন্ত, অনন্তকোটি বিশ্বের, বৈকুণ্ঠ ও গোলকের প্রত্যেক জীবাত্মার নিত্য-স্বভাব। অতএব, বৈষ্ণবধর্ম্মই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। কারণ, তাহা আত্মনিষ্ঠ; কিন্তু, তথা-কথিত হিন্দুধর্ম্ম সকল দেশের ও সকল জীবের ধর্ম্ম নহে। প্রত্যেক জীবের পক্ষে সেই ধর্ম্ম খাটিবে না। কারণ, তাহা দেহ ও মনের রুচি অনুযায়ী ইষ্ট ও উপাসনা-প্রণালী সৃষ্টি করে।

ভ্রম ৩৬। মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম মাত্র চারি শতাব্দীর ধর্ম্ম; কিন্তু, হিন্দুধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্ম অধিকতর প্রাচীন।

সৎ ৩৬। মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার বা আচার্য্য-লীলার অভিনয় করিয়াছেন বলিয়া তিনি স্বয়ং কোন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। তিনি সনাতন ভাগবত-ধর্ম্ম পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব, তাঁহার ধর্ম্ম কাল-বিশেষে সৃষ্ট তথা-কথিত হিন্দু বা অহিন্দুধর্ম্মের ন্যায় নহে, তাহা সনাতন ও জীবের নিত্যধর্ম্ম।

ভ্রম ৩৭। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত।

সৎ ৩৭। বৌদ্ধধর্ম্ম সৃষ্ট হওয়ার অনন্তকোটি-যুগ পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ অনাদিকাল হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা আছে। ঋগ্বেদে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা পাওয়া যায়। গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্ম চিদ্‌বিলাসের পূর্ণতম অভিব্যক্তির কথা বলিয়াছেন; কিন্তু, বৌদ্ধধর্ম্মের চরম আদর্শ চিদ্‌বিলাসরাহিত্য বা অচিৎপরিণতি অর্থাৎ নির্ব্বাণ। গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মে নির্ব্বাণ বা অচিন্মাত্রবাদ দূরে থাকুক, চিন্মাত্রবাদ ও সর্ব্বপ্রকার নির্ব্বিশেষ-মুক্তির কামনা নিরাকৃত হইয়াছে। প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম্ম যথা—আউল, বাউল, কর্ত্তাভজাদির ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও শাক্তেয় মতবাদের আস্তাকুঁড় হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। যাহারা প্রাকৃত-সাহজিক ধর্ম্মকে 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলিয়া ভুল করিয়াছে, তাহারাই বৌদ্ধধর্ম্মকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের জনক বলিয়া ভুল করে।

ভ্রম ৩৮। হিন্দু ও অহিন্দু ধর্ম্মের মিশ্রণে জাতিভেদ-রহিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উৎপত্তি।

সৎ ৩৮। যাহারা সনাতন আত্মধর্ম্মের বিকারকে বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া ভুল করিয়াছে, তাহারাই রামানন্দী, কবীরপন্থী, দরবেশ, সহজিয়া, সাঁই, পাগলিয়া, চরণপালী, চরণদাসী, বাবাঠাকুরী প্রভৃতি অসংখ্য

বিদ্ধ ও অবৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তি ঐরূপ হিন্দু ও অহিন্দু ধর্ম্মের ন্যূনাধিক মিশ্রণে সাধিত হইয়াছে দেখিয়া বিদ্ধের আবর্জ্জনাকে শুদ্ধের মধ্যে নিক্ষেপ করিবার অজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ভ্রম ৩৯। নাচা, কোঁদা, মুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলা, আর মালপোয়া-মহোৎসব করাই ত' বৈষ্ণবধর্ম্মের পুঁজিপাটা!

সৎ. ৩৯। যাঁহারা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যক্রমে সর্ব্বত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের আদর্শের বিকৃতি দেখিতে পা'ন ও ঐরূপ বিকৃত আদর্শকেই 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম' বলিয়া ভুল করেন এবং যাহারা প্রকৃত আত্মমঙ্গল-কামী হইয়া সার্ব্বভৌম আত্মধর্ম্মরূপ বৈষ্ণবধর্ম্মের একান্ত ও বাস্তব অনুসন্ধানে বিমুখ, তাহাদেরই বঞ্চনার জন্য ঐরূপ বিকৃত আদর্শ জগতে প্রকাশিত আছে। বস্তুতঃ, প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মই সুদার্শনিক ও সুবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র আত্মধর্ম্ম। 'হরে কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণের অভিনয়—'হরে কৃষ্ণ'-নাম উচ্চারণ নহে। যাঁহারা মুক্তিকামনাকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিতে পারেন, সেইরূপ পরমমুক্ত-কুলের উপাস্য নিখিলশ্রুতি-মৌলিরত্নমালা-দ্যুতি-নীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত শ্রীচৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ-বস্তুই শ্রীহরিনামাবতার। বেদান্তের 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'—এই চরম সূত্রে এই নামোপাসনার ইঙ্গিতমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

ভ্রম ৪০। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্ম স্ত্রীলোক ও ভাবপ্রবণ ব্যক্তির ধর্ম্ম।

সৎ ৪০। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রাকৃত স্ত্রী বা পুরুষাভিমানী কিংবা প্রাকৃত ভাবুকের ধর্ম্ম নহে। বাহ্য-দর্শনে পুরুষই হউন, বা স্ত্রীই হউন, যে জীবাত্মার প্রাকৃত পুরুষ ও স্ত্রী-অভিমান বিদূরিত হইয়াছে, এইরূপ অনাবৃত, অধোক্ষজ-সেবোন্মুখ স্বরূপসিদ্ধ নির্ম্মল আত্মাই

বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুশীলনের উপযোগী। অপ্রাকৃত বিষয়ে শ্রদ্ধা, অপ্রাকৃত সাধুর সঙ্গ, সদ্গুরু ও প্রকৃত বৈষ্ণবের সেবার সহিত নাম-শ্রবণ, নাম-কীর্ত্তনরূপ ভজন; বিরূপের অভিমান, হৃদয়দৌর্ব্বল্য, অসদ্বিষয়ে তৃষ্ণা প্রভৃতি অনর্থের নিবৃত্তি, অধোক্ষজ-সেবায় নৈরন্তর্য্য, তাহাতে স্বাভাবিক রুচি, তজ্জন্য আসক্তি ও তৎপরে যে স্থায়ী ভাব রতির উদয় হয়, সেইরূপ অপ্রাকৃত-ভাবের ভাবুকগণই বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুশীলনকারী। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপই ভাবের স্বরূপ লক্ষণ। রুচিদ্বারা চিত্তের যে মসৃণতা, তাহা তটস্থ-লক্ষণ। সেইরূপ ভাবের ভাবুক-গণই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের যাজনকারী।

ভ্রম ৪১। ভক্তি—কাম, ক্রোধের ন্যায় উচ্ছ্বাসময়ী বৃত্তিবিশেষ।

সৎ ৪১। কাম, ক্রোধ প্রভৃতির উত্তেজনা বিমুখ ও বদ্ধ-জীবের দেহ ও মনের বৃত্তিবিশেষ বা রিপুর তাড়না; কিন্তু, ভক্তি—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, ব্রত, যোগাদি-চেষ্টা কিংবা মুক্তিকামনারূপ সর্ব্ববিধ কাম বা অভক্তি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নির্ম্মল আত্মার স্বাভাবিকী, অপ্রতি-হতা অহৈতুকী নিত্যা বৃত্তি। ভক্তির ভোক্তা অধোক্ষজ ভগবান্; আর, কাম-ক্রোধাদি কিংবা মুক্তি-কামনার ভোক্তা বদ্ধজীবের দেহ-মন। অতএব কাম-ক্রোধ, এমন কি, মুক্তিকামনা হইতেও ভক্তি সম্পূর্ণ পৃথক্।

ভ্রম ৪২। যে-কোন ঠাকুর-দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার কাছে কিছু ফুল, তুলসী দেওয়া, ঘণ্টা বাজান, স্তবস্তুতি করা বা সম্মুখে বসিয়া জপ, ধ্যান করাই ভক্তি।

সৎ ৪২। ভগবান্ অধোক্ষজ অর্থাৎ জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে তিরস্কৃত করিয়া তাঁহার নিত্যসিদ্ধ নিয়ামকত্ব ও স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মের নিরঙ্কুশ পরিচালনাকারী। সেইরূপ পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের

পরিচালনা অপ্রাকৃত স্বরূপের উদয়ে অনুভবের বিষয় হয়। অতএব, জীবের রুচি অনুযায়ী যে-কোন মূর্ত্তির কল্পনা বা ফুল-তুলসীদ্বারা পূজা বা ঘণ্টা বাজাইবার অভিনয় 'ভক্তি' নহে—উহা ভোগ। বহুরূপী প্রচ্ছন্ন ভোগই 'ভক্তি' বলিয়া বাজারে প্রচারিত।

ভ্রম ৪৩। হরিনামের অক্ষর উচ্চারণের অভিনয়ের নামই হরিনাম-গ্রহণ।

সৎ ৪৩। ভোগোন্মুখতা ও ত্যাগোন্মুখতার সহিত হরিনামাক্ষরের উচ্চারণ-মাত্র হরিনাম-গ্রহণ নহে। শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণনামাদি কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, কেবল সেবোন্মুখ-জিহ্বাদিতে তাহা স্বয়ং প্রকাশিত হন—(ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু পূঃ বিঃ ২।১০৯)। 'নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন। মায়াবাদী বা কপট সাধুনামধারী ব্যক্তিকে 'সাধু' বলিয়া শ্রদ্ধা করা ও প্রকৃত সাধুর নিন্দা করা, শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর মনে করা, নামাচার্য্যের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি করা, বেদ ও সাত্বত-পুরাণাদি-শাস্ত্রের নিন্দা করা, হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি মনে করা, নামকে কাল্পনিক ব্যাপার মনে করা, নামের বলে পাপাচরণ করা, কর্ম্ম জ্ঞান, যোগ, ব্রত, যাগ, যজ্ঞাদিকে অপ্রাকৃত নাম-গ্রহণের সহিত সমান মনে করা, নামের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা, 'আমি ও আমার' বুদ্ধির সহিত নামগ্রহণের অভিনয় করা—নামা-পরাধ ; উহা হরিনাম-গ্রহণ নহে।

ভ্রম ৪৪। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃষ্ণকর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ, রাসপঞ্চা-ধ্যায়, ভ্রমরগীতা, জগন্নাথবল্লভ-নাটক, গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণভাবনা-মৃত, বিদগ্ধমাধব, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি কৃষ্ণকামলীলা-পূর্ণ গ্রন্থাদি অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের ন্যায় সাহিত্যে প্রবেশ থাকিলেই উহা পাঠ ও

আলোচনা করা যায় ; উহাতে যোগ্যতা বা সদ্‌গুরুর অপেক্ষা করে না।

সৎ ৪৪। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি গ্রন্থ মুক্ত পুরুষগণের ভজনের বিষয়। তাহা অনর্থযুক্ত মহামহোপাধ্যায় বা কাম-ক্রোধাদির কিঙ্কর প্রাকৃত-সাহিত্যের ডক্টরগণ রাবণের মায়া-সীতা-হরণের ন্যায় ভোগ করিবার চেষ্টা করিলেও এ সকলে আদৌ প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। স্বচ্ছ কাচাধারে সংরক্ষিত মধুকে মক্ষিকা যেরূপ আস্বাদন করিতে ধাবিত হইয়া বিফল-মনোরথ হয়, তাহাদেরও গতি তদ্রূপ। সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে আশ্রিত হইয়া ভজনানুশীলন করিতে করিতে অনর্থ-নির্ম্মুক্তির পর শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে ও অকপট-কৃপায় ঐ সকল গ্রন্থে বিশেষ সুকৃতিশালী ব্যক্তির প্রবেশ-লাভ ঘটে। অতএব, অপ্রাকৃত ভক্তিবিদ্যা সর্ব্বতোভাবে গুরুমুখী। প্রাকৃত-রসে বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকিলে অপ্রাকৃত-রসে অধিকার-লাভ হয় না।

ভ্রম ৪৫। কৃষ্ণকর্ণামৃতাদি গ্রন্থকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনীষী বা 'ডক্টর' উপাধিধারী ব্যক্তিগণ টীকা-টিপ্পনীর সহিত প্রচার ও আলোচনা করিতে পারেন।

সৎ ৪৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর' উপাধি-প্রাপ্ত, কিংবা 'নোবেল্' পুরস্কার-প্রাপ্ত, কিংবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ, যাহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক, যাহারা কাম-ক্রোধাদি-রিপুর ক্রীত-দাস, যাহারা সদ্‌গুরুপাদপদ্মে অভিগমন করে নাই, অপ্রাকৃত শ্রবণ-কীর্ত্তন-ভজন-দ্বারা অনর্থ-নির্ম্মুক্ত হয় নাই, তাহারা কখনও কৃষ্ণকর্ণা-মৃত, গীতগোবিন্দ, পদ্যাবলী, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কৃষ্ণের সম্ভোগ-লীলার রসগ্রন্থ স্পর্শও করিতে পারে না। তাহাদের টীকা-

টিপ্পনী-রচনা, কিংবা গ্রন্থের পাঠোদ্ধার-চেষ্টা গ্রন্থকীটের গ্রন্থে প্রবেশ বা গ্রন্থভোগের ন্যায় চেষ্টা-বিশেষ। তাহা নিজের ও পরের অমঙ্গলের সোপান। অথবা, তাহাদের ঐ সকল চেষ্টা রাবণের সীতা-হরণের ন্যায়। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বরূপ-দামোদর প্রভু বঙ্গদেশীয় কবির মহাপ্রভুর সম্বন্ধে স্তুতিময় কাব্যকেও এইজন্যই আদর করেন নাই।

ভ্রম ৪৬। গুরু ও ইষ্ট-মন্ত্র শিষ্যের রুচি-অনুযায়ীই গ্রহণ করা উচিত।

সৎ ৪৬। প্রকৃত শিষ্যত্বাভিলাষী—সদ্‌গুরুপাদপদ্মের শাসনাধীন। এজন্যই তাঁহার 'শিষ্য' নাম। শিষ্য জন্ম-জন্মান্তরের ভবরোগের রোগী; আর, গুরুদেব—অপ্রাকৃত সদ্‌বৈদ্য। অতএব, রোগীর পরামর্শ অথবা রুচি-অনুসারে চিকিৎসা হইবে না। যেখানে বৈদ্য রোগীর রুচির ইন্ধন-সরবরাহকারী, সেখানে শিষ্যই গুরুর উপর গুরুগিরি করে। সে-ক্ষেত্রে গুরুত্ব এবং শিষ্যত্ব কেবল অভিনয় মাত্র। "ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ'। প্রকৃত সদ্‌গুরু একমাত্র পূর্ণবস্তু অধোক্ষজ বিষ্ণুকেই দান করেন, যাঁহার সেবা-দ্বারা ভব-রোগের মূল উৎপাটিত হয়। সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম একমাত্র অধোক্ষজ বিষ্ণুমন্ত্র ব্যতীত শিষ্যের বহির্ম্মুখ রুচির কাম-পূরণকারী অন্য-দেবতার মন্ত্র প্রদান করেন না। কারণ, 'মন্ত্র' মনন-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করে। আর; দীক্ষা দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ অপ্রাকৃত সেবাময় জ্ঞানের উদয় করাইয়া থাকে।

ভ্রম ৪৭। 'যা'র যা'র গুরু তার' তা'র কাছে'। প্রত্যেকেই নিজের গুরুকে বড় করিয়া দেখে।

সৎ ৪৭। ভগবান্ এক—অদ্বিতীয়। তাঁহার প্রেরিত নিজ-জন বা তৎপ্রতিনিধি বা ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্মও অদ্বিতীয়।

তিনিই জগদ্‌গুরু বা যুগাচার্য্য প্রভৃতিরূপে বৃত হন। তবে যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীশ্রীজীব, কিংবা শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভৃতির এককালে আচার্য্যত্ব দৃষ্ট হয়, তাহা স্বেচ্ছাচারী বহুগুরুবাদ নহে। সেখানে সকলেরই আচার্য্যত্ব ও গুরুত্ব অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই সজাতীয়াশয় ও সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট; অতএব, 'যা'র যা'র গুরু তা'র তা'র' নহে। অপ্রাকৃত ভগবানের অপ্রাকৃত প্রকাশ-বিগ্রহ জগদ্‌গুরু-পাদপদ্মের অনুগত হইলে সকলেরই মঙ্গল। কল্পনা করিয়া কোন লঘু ব্যক্তিকে গুরু বা বড় করিয়া দেখিলে তাহাতে সে গুরু বা বড় হয় না। যাঁহার বাস্তবতায় অপ্রাকৃত-গুরুত্ব আছে, তিনিই গুরু। কপট ব্যক্তিগণ তাহাদের ভোগ্য গুরুব্রুবগণকে বড় করিয়া কল্পনা ও প্রচার করে। ঐ সকল গুরুব্রুব ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ নহে, তাহারা মায়ার বৈভব-মাত্র।

ভ্রম ৪৮। কোন ব্যক্তিবিশেষকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

সৎ ৪৮। যে-কোন পার্থিব ও নশ্বর জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলেও গুরু বা শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু, অতীন্দ্রিয় রাজ্যের শিক্ষা-লাভের জন্য ইন্দ্রিয়াধীন পার্থিব ব্যক্তির পক্ষে নিয়ামক ও শিক্ষা দাতার আবশ্যকতা নাই—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি 'স্কুল-পালান' বালকসম্প্রদায়ের ন্যায় বাস্তব পরমার্থ-শিক্ষা-মন্দির হইতে পলায়নেচ্ছু ব্যক্তিগণের কামের তাড়না-বিশেষ। কোন নিয়ামক না থাকিলেই যথেচ্ছাচারিতার সহিত কাম চরিতার্থ করিয়া আত্মবিনাশ সাধন করা যায়। এইরূপ প্রচ্ছন্ন-কাম-তাড়না হইতেই ঐরূপ যুক্তি ও বিচার উত্থিত হয়। তবে, অসদ্‌গুরু ও প্রাকৃত-গুরুকে গুরু (?) করা অপেক্ষা

গুরু না করা, বরং অনেক ভাল। কিন্তু, তাহাতেও নিস্তার নাই। মায়ার তাড়না সেখানে গুরু সাজিয়া নেপথ্য হইতে ঐরূপ ব্যক্তির উপর গুরুগিরি করিয়া থাকে।

ভ্রম ৪৯। গুরু একজন মানুষ বা সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা কিছু উন্নত শ্রেণীরই মনুষ্য-বিশেষ।

সৎ ৪৯। মানুষ গুরু, কর্ম্মী গুরু, জ্ঞানী গুরু, যোগী গুরু, তপস্বী গুরু, পশু গুরু, স্ত্রী গুরু, পুরুষ গুরু, অন্ত্যজ গুরু, চণ্ডাল গুরু, শুঁড়ি গুরু, ব্রাহ্মণ গুরু, গৃহী গুরু, সন্ন্যাসী গুরু, বৃদ্ধ গুরু, যুবা গুরু, কর্ম্মফলবাধ্য গুরু, সাধক গুরু প্রভৃতি গুরুপদ-বাচ্য নহে। অপ্রাকৃত গুরু, ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ গুরু, অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনকারী দিব্যজ্ঞান-দাতা গুরু, সর্ব্বত্র গুরু-দর্শনকারী গুরু এবং কৃপা-পূর্ব্বক জীবের জন্ম-জন্মান্তরের আসক্তিছেদনকারী গুরুই প্রকৃত গুরু। তিনি সাধারণ মনুষ্য কেন, সাধারণ ভগবদ্ভক্ত-শ্রেণীরও অন্তর্গত নহেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণের যিনি প্রিয়তম, তিনিই শ্রীগুরুদেব। তিনি নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত ভগবজ্জন। তিনি সাধক বা সাধনসিদ্ধ বদ্ধজীব বা পদস্খলিত জীব নহেন।

ভ্রম ৫০। গুরুই স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ। এই বিশ্বাসানুসারে যে-কোন লোককে স্বয়ং ভগবান্ কল্পনা করিয়া গুরু করা যায়।

সৎ ৫০। গুরুদেব স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ নহেন; তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায়। কৃষ্ণ রাসলীলা করেন; তিনি গোপীগণের ভোক্তা। কিন্তু, আশ্রয়-বিগ্রহ গুরুদেব সেরূপ সম্ভোগ-লীলা প্রকাশ করেন না। তিনি সকল জীবকে কৃষ্ণ-লীলায় প্রবেশাধিকার বা কৃষ্ণের সেবার উপকরণরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। কারণ,

তিনি কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণরূপে লীলা করিয়া থাকেন। কি করিয়া কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম সেবা করিতে হয়, তাহা তিনিই জানেন। বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের পাদপদ্মে তুলসী দেওয়া যায়; কিন্তু, আশ্রয়বিগ্রহ গুরুপাদপদ্মে তুলসী দেওয়া যায় না। কল্পনা বা ভোগানুকূল অন্ধবিশ্বাস—বিশ্বাস নহে। আর মানুষকেও কেহ 'ভগবান্' করিতে পারে না। ভগবান্ বা গুরু মানুষ বা শিষ্যের সৃষ্ট বস্তু নহেন।

ভ্রম ৫১। অনেক শিষ্য গুরুকে সংশোধিত করেন।

সৎ ৫১। যে-সকল শিষ্যনামধারী ব্যক্তি তাহাদের গুরুব্রুব লঘুকে সংশোধিত বা নিয়মিত করে, তাহারা শিষ্য নহে। আর, সংশোধিত ব্যক্তিও গুরু নহে। ঐরূপ শিষ্য বা গুরুর অভিনয় কেবল ভণ্ডামি, গুণ্ডামি ও ষণ্ডামি। উহা গ্রাম্য ও গাঁজাখুরী গল্পের প্রমাণ; শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত নহে।

ভ্রম ৫২। গুরুর দোষ থাকিলেও তাহার দোষ কখনও বিচার করিতে নাই।

সৎ ৫২। যে 'গুরু'-নামধারী ব্যক্তির দোষ আছে, সে গুরুই নহে; সে সামান্য মর্ত্ত্যজীব-মাত্র। গুরুর কতক দোষ আছে, কতক গুণ আছে—এরূপ বিচারও গুরুত্বের আদর্শ নহে,—উহা লঘুত্বেরই প্রকাশক। বাস্তব দোষযুক্ত লঘু ব্যক্তির দোষগুলিকে ধামাচাপা দিয়া কপটতা ও কল্পনার সহিত নামে-মাত্র ঐ ব্যক্তিকে গুরু করিলে উভয়েই অধিকতর অমঙ্গলের রাজ্যে পতিত হয়। দোষযুক্ত, অথচ গুরু—দুইটি কথা সোণার পাথরবাটীর ন্যায় নিরর্থক।

ভ্রম ৫৩। ঐকান্তিকী শুদ্ধভক্তির আচার্য্য বা মহাজনগণের টীকা-টিপ্পনী বা ভাষ্য দেখিয়া বেদ বেদান্ত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র

পাঠ অপেক্ষা নিজে নিজে উহার যে সহজার্থ বুঝা যায়, তাহাই গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য-উপলব্ধির সহায়ক।

সৎ ৫৩। সাত্বত আচার্য্য বা মহাজনগণের টীকা বা ব্যাখ্যার অনুসরণ, তাঁহাদিগকে গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহাদের মুখে ও সৎসঙ্গে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-শ্রবণ; আর, নিজের ভোগানুকূল বিচারকে বা মনোধর্ম্মের ছলনাগুলিকে কার্য্যতঃ গুরু করিয়া উহাদের কুপরামর্শকে 'সহজ অর্থ' মনে করিয়া প্রকৃত মহাজনগণকে সাম্প্রদায়িক বা কম বুঝ্দার বিচারে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত-পরিত্যাগ—মায়ার আনুগত্যে শাস্ত্র বুঝিবার ধৃষ্টতামাত্র। তবে অসুরমোহনকারী আচার্য্যের ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বুঝিতে গেলে বিপদ্ হইবে। অসুরমোহনাবতার আচার্য্য-শঙ্করের ব্যাখ্যা এইজন্য মহাপ্রভু ও সাত্বত-আচার্য্যগণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

"মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।"

ভ্রম ৫৪। নামজাদা মহাপুরুষ কত সোজা-ভাষায় ও সরল-যুক্তি দ্বারা প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন; কিন্তু, যাঁহার কথা বুঝা যায় না, তাঁহার উপদেশের কোনই মূল্য নাই।

সৎ ৫৪। সোজা ভাষায় গ্রাম্য কথা ও গ্রাম্য যুক্তিতে প্রশ্নের উত্তর-প্রদান, কিংবা গণমতের ভোগ্য বিচারের অনুকূল করিয়া বিষয়-গুলিকে বুঝাইবার যোগ্যতা অতীন্দ্রিয় বিষয়ে পারদর্শিতা প্রকাশ করে না। উহা ইন্দ্রিয়গম্য বিষয়ের পারদর্শিতারই সাক্ষ্য দেয়। শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর সংস্কৃত ভাষা বহু শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের দুর্ব্বোধ্য, কিংবা বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখকগণের অনেক বিচার বঙ্গভাষার 'ডক্টরেট্' উপাধি-প্রাপ্ত শতকরা প্রায় শতজন ব্যক্তিরই দুর্ব্বোধ্য

বলিয়া তাঁহারা মহাজন নহেন; আর কর্ত্তাভজা, আউল, বাউল, সহজিয়া-সম্প্রদায়ের রক্ত-মাংসের পূজার কথা বা নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতঃ অতি সহজগম্য বলিয়া তাহারা মহাপুরুষ—ইহা ভোগী প্রচ্ছন্ন কামুকগণের বিচার বা নির্ব্বিশেষবাদী বাউলগণের মত। সম্পূর্ণভাবে সমার্পিতাত্মা হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির দ্বারাই সাধুর মুখনির্গত বৈকুণ্ঠ-শব্দরাশির (বাহ্য-কর্ণে কঠিনই হউক, আর সরলই হউক, কর্কশই হউক, আর মধুরই হউক) সেবা করিতে হইবে। মনোধর্ম্মিগণের ভোগের অনুকূল কথা ও যুক্তির ব্যবসায় করিয়া যিনি বা যাঁহারা নামজাদা হইয়াছেন, তিনি বা তাঁহারা ভোগি-গণমতের খিদ্‌মৎগার; কিন্তু, জীবের প্রকৃত বান্ধব নহেন।

ভ্রম ৫৫। যিনি তত কঠিন শব্দ ও অজ্ঞেয় প্রহেলিকা ব্যবহার করিতে পারেন, তিনি তত মহাপুরুষ।

সৎ ৫৫। আবার কতকগুলি ভোগি-মনোধর্ম্মী নানাপ্রকার প্রহেলিকা ও লোকের দুর্ব্বোধ্য আর্য্যা-তর্জ্জা প্রকাশ করিয়া, কিংবা তাহাদের উচ্চারিত শব্দের আকররূপে বিলুপ্ত মাহেশ ব্যাকরণের দোহাই দিয়া থাকেন। ঐরূপ প্রহেলিকার দ্বারা কতকগুলি বিকৃত-মস্তিষ্ককে বিপথগামী করা যাইতে পারে। ঐরূপ বঞ্চনাকারী ব্যক্তিগণ মহাপুরুষ নহেন।

ভ্রম ৫৬। বৈষ্ণবধর্ম্ম mysticism মাত্র।

সৎ ৫৬। বৈষ্ণবধর্ম্ম তথা-কথিত mystic সম্প্রদায়ের মতবাদ, দুর্জ্ঞেয়তাবাদ বা নিগূঢ়তাবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষবাদ হইতেও পৃথক্। অধোক্ষজ-সিদ্ধান্তই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথম সোপান। অপ্রাকৃত বা কেবল

সিদ্ধান্তেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। অধোক্ষজ সিদ্ধান্ত নিগূঢ়তাবাদ নহে, তাহা পরমেশ্বরের অবিচিন্ত্য-শক্তি বা যোগমায়া-দ্বারা সাধিত। তাহা সেবাময় নির্ম্মল আত্মার পরম প্রত্যক্ষ। যাহা বিমুখতার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নিকট দুর্জ্ঞেয় বা অবিচিন্ত্য, তাহাই সেবাময় নির্ম্মল আত্মার নিকট বাস্তব প্রত্যক্ষ।

ভ্রম ৫৭। জগতের নামজাদা মহাপুরুষগণ কি ভ্রান্ত ও বিপথগামী ?

সৎ ৫৭। আচার্য্য শঙ্কর, অমুক মহাত্মা, অমুক মোহন, অমুক আনন্দ, অমুক সর্ব্বসাধনসিদ্ধ ব্যক্তি কি সকলেই ভ্রান্ত ? ইহা একটি যুক্তিই নহে। উঁহাদিগকে 'নামজাদা' কাহারা করিয়াছে ? জগতের মনোধর্ম্মী শতকরা শতজন ব্যক্তিই যদি উঁহাদিগকে সর্ব্বোত্তম, অভ্রান্ত সিদ্ধাদপি সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া একবাক্যে ভোট প্রদান করেন, তবেই যে তাঁহারা অভ্রান্ত মহাপুরুষ বা সিদ্ধ-মহাজন হইবেন, এইরূপ কোন তাম্রশাসন নাই। জগতের লোক বা ভ্রান্ত-সম্প্রদায় অভ্রান্ততত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারে না। অসিদ্ধগণ সিদ্ধকে কোনরূপে বাছিয়া লইতে পারে না। অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ অকৃত্রিম সেবা-তৎপরতাই সিদ্ধি ও অভ্রান্তির লক্ষণ, ইহা ব্যতীত অন্য কোন স্বরূপ-লক্ষণ নাই।

ভ্রম ৫৮। 'মহাপুরুষ' বলিয়া নামজাদা সকলেই একই শ্রেণীর। যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানন্দ, লাউৎসে, জরথুশ্ত্র, কবীর এমন কি, আধুনিক কালের কতিপয় ব্যক্তি ও শ্রীচৈতন্যদেব পরমার্থ-রাজ্যের একই পংক্তির লোক।

সৎ ৫৮। শ্রীচৈতন্য—স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনি আচার্য্য-লীলাভিনয়-কারী হইলেও আচার্য্য-শ্রেণীর নহেন। বিশেষতঃ তাঁহার আচার্য্য-লীলার মধ্যেও সাধারণ নৈতিকধর্ম্ম বা সাধারণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-মাত্রের

উপদেশ নাই। অধিক কি, ঐশ্বর্য্যময় নারায়ণ-ভজন, যাহাতে আংশিক বৈষ্ণবতা প্রকাশিত, ততটুকু-মাত্রও শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা নহে। নির্ম্মল আত্মার অহৈতুকী সেবাবৃত্তির সর্ব্বোত্তম অবস্থা যাহাতে সমস্ত অপ্রাকৃত রস ক্রোড়ীভূত ও সমন্বিত হইয়া মধুর রসে বিপ্রলম্ভ-রস-চমৎকারিতা উৎপাদন-পূর্ব্বক আশ্রয়-বিগ্রহের সুখে বিষয়-বিগ্রহকে অত্যন্ত সুখী করে, সেই কথাই শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণ ও বাণীতে দৃষ্ট হয়। অতএব, সমাজনীতি, রাজনীতি, সাধারণ ধর্ম্মনীতি, বর্ণাশ্রমনীতি, কর্ম্মজ্ঞানাদিমিশ্র ভক্তিনীতি কিংবা ঐশ্বর্য্যমিশ্র ভক্তিনীতি-প্রচারকগণের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবকে এক পংক্তিতে টানিয়া আনিবার চেষ্টা শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা, কখনও বা অভিসন্ধিযুক্ত পাষণ্ডতা।

ভ্রম ৫৯। হাতে কাজ কর, মুখে হরি বল।

সৎ ৫৯। যাঁহারা 'হরিনাম'কে (?) হরিসেবানুশীলন হইতে পৃথক্ মনে করেন, অথবা যে-সকল কর্ম্মি-সম্প্রদায় কর্ম্মকেই সত্য এবং 'লাগে তাক্, না লাগে তুক্' এইরূপ নীতিপুষ্ট সন্দেহের চক্ষে 'হরিনাম'কে (?) দেখিয়া থাকেন, অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্মকেই বাস্তব, আর হরি-নামকে অবাস্তব মনে করেন, তাঁহারা কোনও না কোন অন্যাভিলাষ-সিদ্ধির জন্য হরিনামকে মৌখিক স্বীকার করিয়া কর্ম্ম-চেষ্টায় ধাবিত হন। কিন্তু, অপ্রাকৃত গৌড়ীয়গণ হরিকার্য্য ও হরিনামকে পৃথক্ জ্ঞান করেন না। হরিকীর্ত্তন-দেবতার আরাধনার জন্য তাঁহাদের যে কীর্ত্তনময়ী সেবা-চেষ্টা, তাহা 'মুখে হরি বল ও হাতে কাজ কর' ভোগী কর্ম্মীর এই দ্বৈতজ্ঞানের ন্যায় বিচার নহে।

ভ্রম ৬০। 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে' কাঁদে'।

সৎ ৬০। পাঞ্চভৌতিক দেহ মায়া-নির্ম্মিত। ব্রহ্ম—যিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, যিনি মায়াধীশ, যিনি প্রপঞ্চের অতীত, তিনি কখনও মায়ার কারাগারের কয়েদী হইয়া ত্রিতাপে জর্জ্জরিত ও ক্লিষ্ট হইতে পারেন না। পরব্রহ্ম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ বা সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী পরমাত্ম-রূপে অবস্থিত হইয়াও প্রপঞ্চের দ্বারা ক্লিষ্ট হন না, ইহাই পরমেশ্বরের ঈশিতা। ভগবদ্বিস্মৃত জীব কর্ম্মফলের দণ্ড ভোগ করিবার জন্য পঞ্চভূতের ফাঁদে পতিত হইয়া সুপ্ত জীবাত্মার চিদাভাস-স্বরূপ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহেই ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, মায়াধীশ পরমেশ্বরের কোন মতেই মায়াস্পর্শ ঘটে না। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি"—এই শ্রুতিই ঐ অবৈদিক মতবাদ নিরাস করিয়াছেন।

ভ্রম ৬১। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা"।

সৎ ৬১। ব্রহ্মের রূপ সাধক বা অসিদ্ধ-মনুষ্য, দেবতা, ঋষি কেহই কল্পনা করিতে পারে না। পরব্রহ্ম নিত্য নাম, রূপ, গুণ পরিকর ও লীলাবান্। মনুষ্য পরব্রহ্মের রূপের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারে না। তাহা হইলে ব্রহ্মকে পুতুলে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয়। ইহার মত জীবের অহিতের কথা আর কিছুই নাই। যাহারা ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করে, তাহারা পৌত্তলিক, পাষণ্ডী, অপরাধী, জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অহিতকারী, নাস্তিক-শিরোমণি। অথচ, এই জড়ীয় নাস্তিকতাই জগতে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় সকলকে ধর্ম্মের আবরণে আক্রমণ করিয়াছে।

ভ্রম ৬২। চিনি হ'তে চাই না, চিনি খে'তে চাই।

সৎ ৬২। চিনি হওয়া ও চিনি খাওয়া—দুইটাই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা সম্ভোগবাদ। বৈষ্ণব চিনি হইতেও চাহেন না, চিনি খাইতেও

চাহেন না। ব্রহ্ম হইতে চাওয়া, বা ব্রহ্মকে খাওয়া, বা ভোগ করা ভোগেরই বিভিন্ন দিক্-মাত্র। রাজার আসন গ্রহণ করা, আর রাজাকে ভোগ করা অর্থাৎ রাজা বা প্রভুর দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনার নফরগিরি করাইয়া লওয়া একই কথা অর্থাৎ দুইটিই অভক্তি বা সম্ভোগবাদ।

ভ্রম ৬৩। "শান্তিরাম তুই বগল বাজা, গোলোকে তোর ভিজ্‌ল গাঁজা।"

সৎ ৬৩। এই সকল প্রলাপ গাঁজাখুরী ভক্তির দৃষ্টান্ত; কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণময় কামের আদর্শ। সানন্দমনে গাঁজার ধূমপানরত পাগল শান্তিরাম দেবর্ষি নারদকে "ভজন-পূজন-সাধন বিনা, আমার গাঁজা ভিজ্‌বে কি না?"—এই-রূপ প্রশ্ন করিয়াছিল বলিয়া যে গ্রাম্য কিংবদন্তি আছে, তন্মূলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-লালসা বা কৃষ্ণাসক্তির পরিবর্ত্তে গঞ্জিকা-সেবার আসক্তি বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ অর্থাৎ সম্ভোগবাদের নেশাই রহিয়াছে। এইরূপ প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদ সরলতা নহে। এই জাতীয় শত শত গাঁজাখুরী গল্পই জগতে ভক্তির আদর্শ ও স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে!

ভ্রম ৬৪। "ঢেঁকি ভজে' যদি এই ভবনদী পার হ'তে পার বঁধু; লোকের কথায় কিবা আসে যায়, পিবে সুখে প্রেম-মধু।"

সৎ ৬৪। ঢেঁকি জড়-পদার্থ অর্থাৎ উহার স্বতঃ-কর্ত্তৃত্বধর্ম্ম নাই এবং আমরা উহা দ্বারা যথেচ্ছভাবে আমাদের ভোগের ধান মাড়াইয়া লইতে পারি অর্থাৎ উহাকে ভোক্তাভিমানী আমাদের ভোগের যন্ত্র করিতে পারি। জগতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকামনাদাত্রী যে-সকল দেবতার পূজা হয়, তাহা ঐরূপ ভোগ্য ধারণার দেবতা

এবং তাঁহাদের প্রতি ভক্তি বা সেবা পূজার অভিনয়ও ঐ ঢেঁকি ভজার তুল্যই। কিন্তু, বিষ্ণু বা কৃষ্ণ এমন জিনিষ যে তাঁহাকে কেহই ভোগ করিতে পারে না। ভোগ-জিনিষটা কৃষ্ণের একচেটিয়া এবং তিনি স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। সেই অদ্বিতীয় ভোক্তা বা অদ্বিতীয় কামদেবের কামাগ্নির ইন্ধন হওয়ার নামই—কৃষ্ণপ্রেম। "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তা'রে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥" অতএব, কৃষ্ণভজন ছাড়া অপ্রাকৃত প্রেম পাওয়া যায় না।

ভ্রম ৬৫। "মন তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।"

সৎ ৬৫। ইহা ভক্তি নহে,—সম্ভোগবাদ অর্থাৎ কল্পিত ভোগের পুতুলের সহিত মানসিক ভোগ। এতৎ-প্রসঙ্গেই কোন ব্যক্তি বলিয়াছেন,—"সেই মোমের পুতুলের ন্যায় সুন্দর তোমার যে প্রিয়তম, তাহাকে লইয়া যেখানে জন-মানব নাই, এমন কোন লুকান স্থানে প্রাণের সাধ মিটাইয়া তাহার নিকট হইতে নব নব চুম্বন গ্রহণ করিতে থাক।" নিভৃতে চুম্বন গ্রহণ করিবার সাধ ভক্তের বিচার নহে। ইহা সম্ভোগবাদ বা অভক্তি। এখানে আশ্রয়-বিগ্রহের কোন আনুগত্য নাই, নিজেই ভোক্তা সাজিয়া কল্পিত উপাস্যকে ভোগ করিবার লালসা! ইহার সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মহাজনের এই সেবা-লালসাময়ী গীতি কত পৃথক্!

শ্রীরাধার সুখে, কৃষ্ণের যে সুখ,
জানিব মনেতে আমি।
রাধা-পদ ছাড়ি, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে,
কভু না হইব কামী॥

(ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ, 'গীতমালা'—৯)

ভ্রম ৬৬। শূন্য-ঘড়ায় শব্দ বেশী; অতএব, হরিকীর্ত্তনকারী সাধুগণ শূন্য-ঘড়া।

সৎ ৬৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। আবার সাধুগণের লক্ষণে ভাগবত বলেন,—"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ"। সাধুগণ সর্ব্বদাই উক্তিরূপ অস্ত্রের দ্বারা মানবজগতের মনোধর্ম্মের গ্রন্থি ছেদন করেন। যাহারা নিজের অমঙ্গলকামী, তাহারা নিজেদের মনোধর্ম্মের বাঁদরামি চালাইবার জন্য সাধুগণকে বোবা বা মৌন করিয়া রাখিতে চাহে। কিন্তু, যে সাধু সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিয়া আমাদের ঐ বাঁদরামিগুলি তাড়াইয়া দেন, তাঁহার ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃপালু সাধু আর নাই। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত হরিকথা-কীর্ত্তনকারী সাধুগণকে 'ভূরিদ' অর্থাৎ প্রচুর দানকারী বলিয়াছেন। মনোধর্ম্মিগণের কলরব বা বাক্যবাগীশতা, আর শ্রৌত-মহাজনগণের হরিকথা-কীর্ত্তনানুশীলন, বিচার, আলোচনা সম্পূর্ণ পৃথক্।

ভ্রম ৬৭। "যে স্ত্রীসুখ ছেড়েছে, সে সব ছেড়েছে।"

সৎ ৬৭। স্থূল স্ত্রী-সঙ্গ-ত্যাগ দ্বারাই সকল ত্যাগ হয় না। ফল্গুত্যাগী নির্ব্বিশেষবাদী নপুংসকগণ সূক্ষ্ম স্ত্রীসঙ্গ করিয়া থাকে, আবার অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ প্রত্যেক বস্তুকেই যোষিৎ বা ভোগ্যবিচারে দর্শন করে; বাহ্য স্থূল স্ত্রীসঙ্গ ছাড়িলেও, এমন কি, কনক পরিত্যাগ করিলেও তাহারা প্রতিষ্ঠাশা-কুলটা চণ্ডালিনীর সঙ্গ করিয়া থাকে। প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনপ্রকার স্ত্রীসঙ্গ করেন না। স্থূল স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার বাহাদুরিরূপ প্রতিষ্ঠাশাকেও তিনি পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন করেন। অনর্থ-থাকা কালে গৃহস্থ বৈধ-স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সাকেও অতিশয় গর্হণের সহিত স্বীকার করিয়া

প্রীতির সহিত হরিভজনের জন্য ব্যাকুল হন। ঐরূপ ভজনকারীর হৃদ্‌গত সকল কাম অচিরেই বিনষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতে বিষয়বাসনা-গর্হণের নামে উহাকে ক্রমাগত চালাইবার কপটতা থাকিলে অমঙ্গল হয়। মঙ্গলেচ্ছু দুর্ব্বল ব্যক্তির জন্য ভাগবতের এই কয়টি অভয়বাণী শ্রুত হয়—

"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥"

(ভাঃ ১১।২০।২৭-২৯)

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র পুরুষোত্তম-জ্ঞানে তাঁহার মূল আশ্রয়বিগ্রহের গণে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের পুরুষাভিমান ও হৃদ্‌রোগ বিনষ্ট হয় না। কৃত্রিম-পন্থা দ্বারা আপাত প্রতিষ্ঠা-লাভ হয়, নিত্যমঙ্গল-লাভ হয় না।

ভ্রম ৬৮। মাতৃচিন্তা কামদমনের পরমোপায়।

সৎ ৬৮। অপ্রাকৃত কামদেবকে একমাত্র স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার কামের ইন্ধনরূপে আপনাকে ও সকলকে দর্শনের বিচার অর্থাৎ সর্ব্বত্র কৃষ্ণভোগ্য গোপী বা গুরুদর্শন ব্যতীত কামদমন সম্ভব হইতে পারে না। অপ্রাকৃত কামদেবের রাসে গোপীগণের আনুগত্যে প্রবেশলাভ ও সেবা ব্যতীত হৃদ্‌রোগ-বিনাশের যাবতীয় প্রস্তাব নিরর্থক। যাহারা নির্ব্বিশেষবাদকে

অঞ্চলে বন্ধন করিয়া স্ত্রী-মাত্রকেই মাতৃরূপে বা ব্রহ্মময়ী-রূপে দর্শন করিবার বিচার করেন, তাহারা 'মা', 'মা' করিতে করিতে অনেক সময় মাকে 'বামা' করিতে চাহেন অর্থাৎ 'শিবোঽহং' মন্ত্রের উপাসক হইয়া পড়েন। মা হইতে আমরা অনেক প্রকার কামনা দোহন করি। অতএব, তাহাকে এক প্রকার যোষিৎশ্রেণী হইতে বাদ দিলেও অন্য যোষিৎশ্রেণীর অর্থাৎ অন্যপ্রকার কামনা-প্রদাত্রীর অন্তর্গত করিয়া ফেলি। কোন কোন প্রাণিবিজ্ঞানবিৎ প্রত্যক্ষ উদাহরণের দ্বারা পুরুষের স্ত্রীসঙ্গলিপ্সার ন্যায় এক স্ত্রীর অন্য স্ত্রীর প্রতি কামজ সঙ্গলিপ্সার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। সেখানে উহাই পুরুষাভিমান বা ভোক্তাভিমান। অতএব, অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্ধন না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যরূপে কামদমন সম্ভব নহে অর্থাৎ অন্য কোন উপায়ই স্থায়ী ও নিষ্কপট নহে।

ভ্রম ৬৯। বীর্য্যধারণই ব্রহ্মচর্য্য।

সৎ ৬৯। ভাগবত-ধর্ম্মের বিচারে আচার্য্যসেবাই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য। কৃত্রিম-পন্থিগণ যে বীর্য্যমাত্র ধারণকেই 'ব্রহ্মচর্য্য' মনে করেন, তাহাতে দেহের পাশবিক বলের সমৃদ্ধি ও তন্মূলে প্রচ্ছন্ন ভোগের উদ্দেশ্যই প্রবল। উহা নাস্তিকতা-মাত্র, উহা পরব্রহ্মে বিচরণ নহে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথিত "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" বিচারমূলে প্রতিষ্ঠিত মায়াবাদী, সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারিগণের ব্রহ্মচর্য্য এবং অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী কিংবা জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের তথাকথিত ব্রহ্মচর্য্য নাস্তিকতা মাত্র। তাহা কৃষ্ণের প্রীতির জন্য ভোগ-ত্যাগ নহে। ভগবদ্ভক্ত গুরু ও কৃষ্ণের প্রীতি-সাধনে এত অভিনিবিষ্ট থাকেন যে, বীর্য্যধারণাদি অতি আনুষঙ্গিক-ভাবেই সাধিত হয়, তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। ভগবদ্ভক্ত-

গণ আরোহবাদী বা কৃত্রিমপন্থী নহেন। তাঁহারা অবরোহবাদী ও নির্ম্মল আত্মার সহজধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্।

ভ্রম ৭০। "মালা জপে শালা"

সৎ ৭০। যিনি মালা অর্থাৎ কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন গ্রহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করেন, তিনি সর্ব্বাধম ; যিনি মালিকায় সংখ্যা রাখিয়া লঘুস্বরে হরিনাম জপ করেন, তিনি তদপেক্ষা উত্তম ; আর, যিনি মনে মনে জপ করেন, তিনি সর্ব্বোত্তম। এরূপ সিদ্ধান্ত নির্ব্বিশেষবাদী অভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথিত আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট শ্রীবল্লভাচার্য্য 'সতীর পতির নাম উচ্চারণ করা অসঙ্গত, সুতরাং জীবের পক্ষে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে নাই'—এইরূপ সিদ্ধান্ত বলিলে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—"পতিব্রতা নিজের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করেন না, পতির আজ্ঞা পালন করাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। পতি সর্ব্বদা তাঁহার নাম গ্রহণেরই আজ্ঞা দিয়াছেন।" 'অতিবাড়ী' দলের কোন নায়ক মুখে বস্ত্র বন্ধন করিয়া রাখিতেন, পাছে হরিনাম ভুলক্রমেও মুখ-দিয়া উচ্চারিত হইয়া পড়ে! ঠাকুর হরিদাস ঐ অতিবাড়ীকে পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন। পাষণ্ডী হিন্দুগণ নিমাই পণ্ডিতের বিরুদ্ধে কাজীর নিকট গিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন যে,—'হিন্দুশাস্ত্রের মতে মহামন্ত্র হরিনাম সকল লোককে শুনাইলে মন্ত্রের শক্তি নষ্ট হয়।' কিন্তু, নিমাই পণ্ডিত সেই পাষণ্ডি-হিন্দুমত নিরাস করিয়াছিলেন। অসাম্প্রদায়িক-নামধ্বক্ অসৎসাম্প্রদায়িকগণ নির্ব্বিশেষ বিচারকেই চরম মনে করিয়া ভক্তিসদাচারের প্রতি বিমুখ হন।

"সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি, জানি' তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হইলে সাবধান!

না নিলে তিলক-মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান!!
ফোটা, দীক্ষা, মালা ধরি', ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী,
তাই তাহে তোমার বিরাগ!
মহাজন পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ,
পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ!!

(কল্যাণকল্পতরু ১৭)

ভ্রম ৭১। "হৃৎকমলে বাসে হে'লে, দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী।"

সৎ ৭১। এই পদের গায়ককে সকলেই পরম কৃষ্ণভক্ত ও বৈষ্ণব বলিবেন ; কিন্তু, মহাপ্রভুর প্রকৃত অনুগত শুদ্ধভক্ত এই গানের মধ্যে চরম অভক্তি অর্থাৎ সম্ভোগবাদের কথাই দেখিতে পা'ন। কৃষ্ণ আমার বাগানের মালী নহেন যে, আমি তাঁহাকে ভোগ করিবার জন্য আমার নিকটে আসিবার হুকুম করিতে পারি, আর তিনি অমনি আসিয়া দাঁড়াইবেন! এই বিচার হইতে মহাপ্রভুর বিচার কত পৃথক্, তাহা মহাপ্রভুর নিজমুখবাক্যে প্রমাণিত হয়,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

(শ্রীশিক্ষাষ্টক, ৮ম শ্লোক)

"না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য্য।

মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৫২)

ভ্রম ৭২। "অসি ছেঁড়ে ধর মা! বাঁশী"।

সৎ ৭২। কালীকে কৃষ্ণ সাজান, কৃষ্ণকে কালী সাজান এবং যখন আমাদের যাহা রুচি, সেই রুচির পুত্তলিরূপে আমাদের উপাস্য-নামধারিগণকে মনোধর্ম্মের ছাঁচে গড়িয়া তোলা বা তাঁহাদিগকে আমাদের খাজাঞ্চি প্রস্তুত করাই ভক্তি বলিয়া জগতে প্রচারিত রহিয়াছে। 'পরে ঐ সকল কল্পিত রূপ আর কিছুই থাকিবে না; সবই নির্ব্বিশেষ হইয়া যাইবে।' যাহাদের ঐরূপ আন্তরিক বিচার তাহারাই ভোগোন্মুখ-রুচির অনুযায়ী উপাস্যের রূপ কল্পনা করে। উপাস্য যেন তাহাদের ভোগ্যজাতীয় যে, ঐরূপ হুকুম তামিল করিতে বাধ্য। অসিধারিণী মায়া—বংশীধারী কৃষ্ণের বহিরঙ্গা ছায়াশক্তি। তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী; তিনি কখনও মাধুর্য্যবিগ্রহ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণস্বরূপ হইতে পারেন না। শক্তি কখনও শক্তিমান্ হইতে পারেন না, বিশেষতঃ বহিরঙ্গা মায়াশক্তি।

ভ্রম ৭৩। "আহার কর, মনে কর—আহুতি দেই শ্যামা মাকে।"

সৎ ৭৩। কোন উপাসক নিজের ভোগকালে যদি মনে করেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহার উপাস্যেরই ভোগ হইতেছে, তবে ঐরূপ মনে করা দ্বারাই কি উপাস্যের ভোগ হইয়া যাইবে? ঐরূপ মনে করাটা বিপরীত হইলে অর্থাৎ উপাস্যকে খাওয়াইলেই উপাসকের আহার মনে মনে হইয়া যাইতেছে,—ঐরূপ বিচার করিলেও ত' চলিত? কোন এক প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারীর কথা শুনা যায় যে তিনি ২৪ ঘণ্টা দেহের পূজা করিয়া মনে করিতেন,—"আত্মরূপী জনার্দ্দনের পূজা

করিতেছি।"—ইহাতে অনেক বঞ্চিত ব্যক্তি তাঁহাকে পরম সিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন! বস্তুতঃ, দেহাত্মবাদকে ধর্ম্মের মুখোসে সাজাইয়া এই সকল প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা ও অভক্তিপূর্ণ মত জগতে প্রচারিত হইয়াছে। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্"—এই গীতোক্ত বাণীর অপব্যবহার করিয়া আত্মভোগমূলে নির্ব্বিশেষ বিচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভ্রম ৭৪। জীব—শিব। শিব-জ্ঞানে জীব-সেবা।

সৎ ৭৪। জীব অনর্থযুক্ত থাকা-কালে বদ্ধজীব। জীব মুক্তাবস্থা লাভ করিলেও আশ্রয় বা বিষয়-জাতীয় উপাস্যে তিনি কখনই পরিণত হন না। শিব—জগদ্‌গুরু, তিনি আশ্রয়জাতীয় ভগবান্; আর, সঙ্কর্ষণ—বিষ্ণু; তিনি শিব ও পার্ব্বতীর উপাস্য ও বিষয়জাতীয় ভগবান্। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়,—প্রচেতোগণ আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্ শিবের আনুগত্যে সঙ্কর্ষণের সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহারা কেহই শিব বা সঙ্কর্ষণ হইবার কুবুদ্ধি পোষণ করেন নাই। যাহারা জীবকে জগদ্‌গুরু শিব বলে, তাহারা শিবের চরণে অপরাধী ও পরম নাস্তিক। বদ্ধজীবকে জগদ্‌গুরু 'শিব' কল্পনা করিয়া জগদ্‌গুরুর ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবার চেষ্টার পরিবর্ত্তে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবার চেষ্টা জগজ্জঞ্জালকরী নাস্তিকতা। অথচ, উহাই কলিযুগে পরার্থিতা ও শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রাহ্য হইয়াছে।

ভ্রম ৭৫। "যথাভিমত-ধ্যানাদ্বা"

সৎ ৭৫। 'নিজ অভিরুচি-অনুসারে যে কোন বস্তুর ধ্যান করিলেই চিত্ত একাগ্র হয়।' পতঞ্জলির এই উক্তি নির্ব্বিশেষবাদী প্রচ্ছন্ন নাস্তিকগণের আদরণীয় হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প আছে

যে, এক ব্যক্তি তাহার প্রিয় মহিষের ধ্যান করিতে করিতে মহিষে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন এবং ঐরূপ চিত্তৈকাগ্রতা-দ্বারা তিনি অতি সহজে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল চিন্তাস্রোতঃ আরোহবাদী নির্ব্বিশেষবাদিগণের মধ্যে আদরণীয় ; বস্তুতঃ, যাহারা ভগবানের স্বতঃ-কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম, অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব ও নিত্য নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাদির প্রতি অবজ্ঞাযুক্ত, সেই-সকল নাস্তিকই মহিষ-ধ্যান, ছাগধ্যান, যথারুচি ধ্যানকে অধোক্ষজ ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণপর সেবাময় সহজ সমাধির সহিত সমান মনে করে বা ভগবৎ-সেবাকে ছাগধ্যান হইতেও নিম্নাধিকারের কথা বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে।

ভ্রম ৭৬। 'তু' 'তু' করতে 'তু' হয়া।

সৎ ৭৬। নির্ব্বিশেষবাদী এক সম্প্রদায় যেরূপ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বা 'সোঽহং' অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' বা 'আমিই সেই' বলিতে বলিতে ব্রহ্মের আসন গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা করে, সেইরূপ নির্ব্বিশেষ-বাদী আর এক সম্প্রদায় (যথা—কবীরাদি) ভক্তিযাজনের অভিনয়ে 'তু' 'তু' অর্থাৎ 'তুমি' 'তুমি' কর্‌তে 'তু' তুমি অর্থাৎ সেই উপাস্য বস্তুই হইয়া যাইতে চাহে ! 'আমি'কে 'তুমি'তে লয় করাই তাহাদের চরম আকাঙ্ক্ষা। এই সকল নিছক নির্ব্বিশেষবাদ বা নাস্তিকতা জগতে ভক্তি বা ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত রহিয়াছে !

ভ্রম ৭৭। 'যা'র যা'র ইষ্ট তা'র তা'র কাছে মিষ্ট।'

সৎ ৭৭। প্রত্যেকেই কল্পনামূলে নিজ নিজ ভোগোন্মুখ রুচির ইন্ধন-সরবরাহকারী ইষ্টকে মিষ্ট অর্থাৎ ভোগের যোগানদার (প্রেয়োবস্তু) জানিয়া প্রীতি করে। ইহার নাম ইষ্টপ্রীতি নহে, ইহা ইন্দ্রিয়-প্রীতি মাত্র। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সম্প্রদায় যে, নিজ

নিজ ভোগোন্মুখ-রুচির উপাস্যকে 'বড়' বা 'ভাল' মনে করে, তাহা তাহাদের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতি রুচিমাত্র। যদি তাহাদের উপাস্য বস্তুর ব্যক্তিত্বের প্রতি রুচি হইত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের নিকট ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষ-কামনা কিংবা আনুকরণিক শুদ্ধভক্তির কামনার ছলনা দেখাইয়া 'সকল উপাস্যই সমান' এইরূপ মতবাদের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করিত না। কল্পনা করিয়া প্রত্যেকেই তাহার নিজের ভোগের যোগানদারকে 'বড়' বা 'ভাল' মনে করিলে তাহা 'বড়' বা 'ভাল' হইয়া যাইবে না। যাহা বাস্তবতায় মিষ্ট তাহাই মিষ্ট ; সেই মিষ্টতা বা মধুরতা এক অদ্বিতীয় বিষয়বিগ্রহ ও অদ্বিতীয় আশ্রয়-শিরোমণির জন্য এক-চেটিয়া ; তাহা 'বে-ওয়ারিস' মাল নহে যে, সকলেই দাবী করিতে পারিবে।

ভ্রম ৭৮। যাহাকে সকল দেশের লোকে মানে, তিনি যুগাচার্য্য।

সৎ ৭৮। সকল দেশের লোক ভোগের যোগানদারকেই অধিক মানে এবং অধিক জানে। সেই ভোগ কখনও স্থূল আকারে, কখনও সূক্ষ্ম আকারে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, দেশের রাজনৈতিক নেতৃগণ স্থূল ও স্পষ্ট ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত হন বলিয়া তাঁহারা লোকমান্য ও দেশপ্রিয়। তাঁহাদিগকে সকলেই জানেন এবং তাঁহারা মহাত্মা বা যুগ-মহামানব বলিয়া পূজিত হন। আবার, যাঁহারা ধর্ম্মের মুখোসে সমাগত মানবরুচির প্রেয়ঃকে শ্রেয়ের নামে বিতরণ করিতে পারেন, তাঁহারাও বহুলোকমান্য হইয়া যুগাচার্য্য, মহামানব প্রভৃতি বলিয়া বৃত হইয়া থাকেন। কিন্তু, মানুষ যাহাকে বাঁশের আগায় ধরিয়া উঁচু করিয়া দেয়, সেইরূপ বহুলোকমান্য বা সর্ব্বলোকমান্য ব্যক্তিকে ভাগবতধর্ম্ম-যাজিগণ প্রেয়ের খাজাঞ্চি বলিয়াই দূর হইতে দণ্ডবৎ করেন।

ভ্রম ৭৯। মানব-সেবার মাধ্যম (medium) ছাড়া ভগবৎসান্নিধ্য-লাভের সহজ পথ নাই।

সৎ ৭৯। এই আধুনিক মতবাদের মত আর দ্বিতীয় নাস্তিকতা নাই। সেব্য একমাত্র অধোক্ষজ ভগবান্। তাঁহাতে অকপটভাবে সতত-যুক্ত সাধুগণই শুদ্ধ সেবক-সম্প্রদায়। নিষ্কিঞ্চন ভগবৎসেবকের সেবারূপ মাধ্যম ব্যতীত ভগবৎসান্নিধ্য বা সেবা-লাভের কোন সহজ পথ নাই সত্য; কিন্তু, কর্ম্মফলভোগী কলেরারোগী বা নানা-প্রকার ত্রিতাপে জর্জ্জরিত ব্যক্তিগণের বিষয়-ভোগের সাহায্য করিয়া দিলে অধোক্ষজ ভগবানের সেবা লাভ হয়,—এইরূপ নাস্তিকতা বর্ত্তমান যুগের যুগধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সর্ব্বাধম প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতা সমগ্র জগৎকে কলঙ্কিত করিয়াছে। সাধারণ নৈতিক ধর্ম্ম—যাহা ভোগীর ধর্ম্ম, যাহা পশুপক্ষীতেও দেখা যায়, তাহা সার্ব্বজনীন আত্ম-মঙ্গলকর অধোক্ষজ পরমেশ্বরের সেবালাভের উপায় বা সাধন হইতে পারে না।

ভ্রম ৮০। অন্তর্য্যামীর সাক্ষাৎ মন্দির মানবদেহ অনাদরে—হতাদরে উপেক্ষিত; অথচ আমরা পাল্লা দিয়া ইট, পাথরের মঠ-মন্দির করিতেছি।

সৎ ৮০। যে রক্ত, পূঁজ, বিষ্ঠা, ক্লেদ, কৃমিজাল-সঙ্কুল মানবদেহের জীবাত্মা সুপ্ত অর্থাৎ যাহা অন্তর্য্যামীর সেবায় উদাসীন, সেই মানব-দেহ যেরূপ কেবল কর্ম্মফলভোগের একটা পচা জেলখানা এবং সেখানে ভগবানের সেবাই লুপ্ত, তদ্রূপ যে ইট-পাথরের মঠ-মন্দিরে অধোক্ষজ ভগবৎ-সেবকের আনুগত্যে অধোক্ষজ ভগবৎকথার কীর্ত্তনানুশীলনদ্বারা অধোক্ষজ ভগবানের সেবার পরিবর্ত্তে নির্ব্বিশেষ-বাদ, গঞ্জিকা-সেবন ও গ্রাম্য-কথার পূজা হইয়া থাকে, তাহাও

সমপর্য্যায়েরই বস্তু। অতএব, হরিকথা-কীর্ত্তনকারী অকৃত্রিম বৈষ্ণব, যাঁহার হৃদয়ে গোবিন্দ অনুক্ষণ বিশ্রাম করেন, তাঁহারই সেবা করা উচিত। আর, যে মঠ-মন্দিরে একান্ত আত্মমঙ্গলময়ী হরিকথা কীর্ত্তিতা হন, সেরূপ মঠ-মন্দির বা হরিকীর্ত্তন-সঙ্ঘারাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তারিত হওয়াই উচিত। কিন্তু, কর্ম্মফলবাধ্য ভগবদ্বিমুখ বদ্ধ-জীবের রক্তমাংস-বিষ্ঠার ভাণ্ডারের পূজা-দ্বারা ঈশ্বরের পূজা হইবে; আর, আত্মমঙ্গলকর হরিকথা-কীর্ত্তনের সৌধের উচ্চ-চূড়া ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে—এইরূপ মৎসরতাময়ী নাস্তিক্যবুদ্ধি কলিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যাইতেছে! এইরূপ প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতা যে-ধর্ম্মের ধ্বজা লইয়া তথাকথিত সভ্য-সমাজে উড্ডীন হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের হরিকীর্ত্তন-সৌধ।

ভ্রম ৮১। 'আমি'রূপ নুনের পুতুল সচ্চিদানন্দ-সাগরে গলিয়া এক হইয়া যায়।

সৎ ৮১। ইহা নিছক নির্ব্বিশেষবাদ বা নাস্তিকতা। 'অপ্রাকৃত আমি'ই নিত্য কৃষ্ণদাস। যাহা 'কে আমি?' প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচৈতন্যদেব সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণকে জানাইয়াছেন; সেই নিত্য-সিদ্ধ সেবক 'আমি' নুনের পুতুলের ন্যায় সচ্চিদানন্দ-সাগরের জলে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত জিনিষ নহে। সেই 'আমি' অণুসচ্চিদানন্দ বস্তু; অতএব, তাহা নিত্য ও অপ্রাকৃত। জগতের ব্যবধান হইতে মুক্ত হইয়া যখন তাহা সচ্চিদানন্দ-সাগরে নিত্যসঙ্গম লাভ করে, তখন সেই অণুসচ্চিদানন্দ 'আমি'র সেবানন্দ 'সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা' হইয়া অপ্রাকৃত নব নব নিত্যসিদ্ধ নাম, রূপ, বয়স, বেষ, সম্বন্ধ, যূথ, আজ্ঞা, সেবাপরাকাষ্ঠা, পাল্যসেবক ও নিবাসাদি অপ্রাকৃত মূর্ত্ত নিত্যবাস্তববিচিত্রতায় প্রকাশিত হয়,—ইহাই প্রকৃত-সিদ্ধি।

ইহাই প্রেমে গলিয়া যাওয়া। নির্ব্বিশেষে গলিয়া যাওয়া আত্মহত্যারূপ নাস্তিকতা।

ভ্রম ৮২। 'ব্রহ্ম—সত্য, জগন্মিথ্যা।'

সৎ ৮২। ব্রহ্ম সত্য এবং সেই 'সত্য' হইতে প্রকাশিত ('জন্মাদ্যস্য যতঃ') জগৎও সত্য। কিন্তু, তাহা বহিরঙ্গা শক্তি-প্রসূত বলিয়া অনিত্য। মিথ্যা ও অনিত্য দুইটি পৃথক্ কথা। যাঁহারা কার্য্যতঃ ব্রহ্মকে মিথ্যা অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-শ্রেণীর অন্তর্গত কল্পনা করেন, তাঁহারাই এই জগৎকে 'মিথ্যা' বলেন। 'রজ্জুতে সর্প-ভ্রম'—এই ন্যায়ে রজ্জু ও সর্প উভয়েরই বাস্তব অস্তিত্ব আছে। যদি রজ্জু ও সর্প—ইহাদের দুইটীর একটিও মিথ্যা হইত, তাহা হইলে একটিতে আর একটির ভ্রম হইত না। ঐ বিবর্ত্তের উদাহরণ দেহেতে আত্মবুদ্ধি-নিরাসের জন্য। পরব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া এই অনিত্য জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। অতএব, ব্রহ্ম—নিত্য, জগৎ—অনিত্য।

ভ্রম ৮৩। সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের কুল-কিনারা নাই; ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে বরফ-আকারে জমাট বাঁধে; জ্ঞান-সূর্য্য উঠ্‌লে বরফ গ'লে যায়।

সৎ ৮৩। ইহা নির্ব্বিশেষবাদিগণের নাস্তিকতার একটি প্রলাপ। সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রই অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সচ্চিদানন্দ নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, লীলাময় বিগ্রহ। তিনি রসসমুদ্র—রসামৃতসিন্ধু; তিনি নির্ব্বিশেষ নহেন। তিনি নিত্যসিদ্ধ বিগ্রহবান্। ইহাই পূর্ণসচ্চিদানন্দের বৈশিষ্ট্য বা অবিচিন্ত্যশক্তি। যে জ্ঞানসূর্য্য যে ভক্তিহিমকে বিনষ্ট করে, তাহা শুদ্ধজ্ঞানও নয়, শুদ্ধভক্তিও নয়। ঐরূপ জ্ঞান নির্ব্বিশেষ বা নাস্তিক্য-জ্ঞান; আর, ঐরূপ কপট-ভক্তি প্রচ্ছন্ন ভোগবাদ। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তি-বিশেষই

ভক্তি। অতএব, তাহা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সহিত নিত্য অনুস্যূত। উহা কল্পিত বা ধারকরা প্রচ্ছন্ন ভোগময় ভক্তিহিমের দ্বারা আগমাপায়ী ধর্ম্ম-প্রকাশের জন্য আগত হয় না। যাহারা ভক্তির চতুঃসীমানায় কোনদিন যায় নাই বা যাইতে পারিবে না, যাহারা শুদ্ধজ্ঞান হইতে চিরতরে বঞ্চিত, সেই সকল অপরাধী নাস্তিক ব্যক্তিগণের নিকটই এইরূপ গ্রাম্য উপমা আদৃত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্ম এইরূপ নাস্তিকতার মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়াছেন।

ভ্রম ৮৪। 'ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে, আমার মন।'

সৎ ৮৪। ইহা নির্ব্বিশেষ চিন্তা-প্রসূত প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদ। বদ্ধ মন কখনও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের অপ্রাকৃত রূপসাগরে ডুবিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, সর্ব্বাগ্রেই রূপের কথা নহে। সর্ব্বাগ্রে নামাচার্য্যের আনুগত্যে অপ্রাকৃত শ্রীনামের সেবা করিতে হয়। নিরপরাধে নাম-প্রভুর সেবা করিতে করিতে শ্রীনামই নিজরূপ প্রকাশ করেন। নামের নাম, নামের রূপ, নামের গুণ, নামের পরিকর, নামের লীলার সেবা নামাচার্য্যের আনুগত্যে সাধন করিতে হয়,—ইহারই নাম ভক্তি। আর পূর্ব্বোক্ত বিচার সম্পূর্ণ অভক্তি।

ভ্রম ৮৫। 'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী নারীর কোল, বল হরি বল।'

সৎ ৮৫। ভোগী প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের এই সকল গ্রাম্য উক্তিকে কতকগুলি ভক্তিমুদ্রা-প্রদর্শনকারী নির্ব্বিশেষবাদী ব্যক্তি গৌর-নিত্যানন্দের উক্তি বলিয়া মনে করিয়াছে। তাহারা মনে করে—'মাগুর মাছের ঝোল' ও 'যুবতী মেয়ে'র কোলে'র লোভ দেখাইয়া বিষয়ী লোকদিগকে গৌর-নিতাই 'হরি' বলাইয়াছেন। ঐরূপ ভোগ-বুদ্ধির সহিত হরি বলিলেও প্রেমাশ্রু প্রভৃতি শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাব-বিকারের উদয় হয়।" এই প্রাকৃত সহজিয়া মত প্রচারের জন্য

মাগুর মাছের ঝোলের অর্থ 'প্রেমাশ্রু' ও যুবতী মেয়ের কোলের অর্থ 'হরিপ্রেমে ধূলায় গড়াগড়ি'—এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে! বস্তুতঃ, মাগুর মাছের ঝোলের আস্বাদন ও যুবতীর সঙ্গাস্বাদনের লোভে নেড়ানেড়ি ও প্রাকৃত সহজিয়াদের দলে যে হরিনাম উচ্চারণের অভিনয় বা নাচা, কোঁদা ও দশায় পড়া প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সম্ভোগবাদ ও সম্পূর্ণ অভক্তি। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শিক্ষা এই ভোগবাদ হইতে সম্পূর্ণ দূরে।

ভ্রম ৮৬। "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ী যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥"

সৎ ৮৬। নিত্যসিদ্ধ পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু বা আচার্য্যদেব শুঁড়ি বা পতিতের গৃহে পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্য গমন করিয়াও নিজে পতিত হইয়া পড়েন না; তিনি পতিতকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস পতিতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; কিন্তু, পতিতার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া নিজে পতিত হন নাই। যে সকল কাম-ক্রোধাদি রিপুর দাস বা ইন্দ্রিয়ের দাস শ্রীনিত্যানন্দের দোহাই দিয়া পতিতার পাতিত্য ও তৎসংসর্গে নিজ পাতিত্যকে অর্থাৎ তাহাদের কাম-ক্রোধাদির দাসত্বকে সমর্থন করিতে চাহে, তাহারা নিত্যানন্দ-ভৃত্য নহে, জড়ানন্দভৃত্য মাত্র। অতএব, তাহারা লঘু হইতেও লঘু; তাহারা আদৌ গুরুপদবাচ্য নহে।

ভ্রম ৮৭। টাকা মাটি, মাটি টাকা!

সৎ ৮৭। ইহা ফল্গুত্যাগী নির্ব্বিশেষবাদীদের কথা। টাকা ভোগীর নিকটেই মাটি ও কাঁটা। সাধারণ অজ্ঞলোকের ধারণা—টাকা হয় ভোগীর ইন্ধন যোগাইবে, না হয়, ত্যাগিগণের দ্বারা কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যক্ত হইবে। কিন্তু, ঐ উভয় পক্ষেই টাকার দ্বারা কোন মঙ্গল-

কার্য্য হইল না। ইহা যদি অদ্বিতীয় বা একচেটিয়া ভোগী কৃষ্ণের ভুবনমঙ্গলময়ী কথার বিস্তারে নিযুক্ত করা যায়, তবেই তদ্দ্বারা ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও প্রকৃত নিত্য লোকমঙ্গল হইল। এজন্য ঐ ফল্গুত্যাগি সম্প্রদায়ের অসৎ মতকে পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভক্ত-সম্প্রদায়ের বিচার এইরূপ—

"তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥"

ভ্রম ৮৮। কৃষ্ণ-চরিত্রে লাম্পট্য-কল্পনায় ভারতবর্ষে পাপস্রোতঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সৎ ৮৮। কৃষ্ণচরিত্র বা কৃষ্ণ কল্পনার কারাগারের আসামী নহেন, তাহা বাস্তব সত্য। অচিদ্‌রাজ্যের জড়রসে যাহা অত্যন্ত হেয়, চিদ্‌রাজ্যের চিদ্‌রসে তাহা অত্যন্ত উপাদেয়। একমাত্র কৃষ্ণেই সর্ব্বরসের সমন্বয় হয়। তিনি একচেটিয়া ভোক্তা ও একমাত্র স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম। তাঁহার লাম্পট্য-লীলায় অবিশ্বাসী জীবেরই অবৈধ-লাম্পট্য অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদির দাসত্ব অনিবার্য্য। জীবকে অবৈধ রিপুর তাড়না হইতে উদ্ধারের জন্যই কৃষ্ণের কৃপাময়ী লাম্পট্য-লীলা অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগ অতিমর্ত্ত্য শুদ্ধসত্ত্ব-চরিত্র আচার্য্যগণ কৃষ্ণের লাম্পট্যলীলার ইন্ধন সংগ্রহ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বোত্তমা নীতি স্থাপন করিয়াছেন।

ভ্রম ৮৯। অবতারবাদ Anthropomorphism, Zoomorphism কিংবা Phytomorphism মাত্র।

সৎ ৮৯। ঈশ্বরে মানবীয় প্রবৃত্তির আরোপের নাম Anthropomorphism, পশু-প্রবৃত্তির আরোপের নাম Zoomorphism ও উদ্ভিৎপ্রবৃত্তির আরোপের নাম Phytomorphism. শ্রীকৃষ্ণ, রামাদি ভগবদবতার, কূর্ম্ম-বরাহাদি ভগবদবতার বা তুলসী প্রভৃতি ভক্তাবতার সেইরূপ চিন্তাস্রোতঃ হইতে উদ্ভূত বলিয়া যে পাশ্চাত্য আধ্যক্ষিকগণ মনে করেন, তাহা তাহাদের অবতারতত্ত্ব-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। অবিচিন্ত্যশক্তি পরমেশ্বর জীবের মানবীয় ও পাশব বিমুখপ্রবৃত্তি এবং বৃক্ষাদিবৎ নিরপেক্ষ প্রবৃত্তিকে সেবোন্মুখিনী করিয়া ক্রম-বিকশিত করিবার জন্য এবং অপ্রাকৃত রাজ্যের বিচিত্রতা প্রকাশের জন্য তাঁহার নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত নিত্যরূপসমূহ প্রকট করেন, তাহা মানবের কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট ব্যাপার নহে।

ভ্রম ৯০। বামন, পরশুরাম, কিংবা মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ অবতারের দ্বারা জগতের কোন হিত হয় নাই। উহা ঔপন্যাসিক গল্প মাত্র।

সৎ ৯০। বামন-লীলায় বলির আদর্শ দ্বারা নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় পরমেশ্বরে শরণাগতি শিক্ষা, শুক্রাচার্য্যের অপস্বার্থপর কপট ধর্ম্মাচার্য্যত্বের কবল হইতে বলিকে উদ্ধার, জীবের আত্মসমর্পণে বৈমুখ্যকে বঞ্চনা করিয়া পরমমঙ্গল-সাধনের আদর্শ-প্রদর্শন; পরশুরাম-লীলায় আস্তিকতা-বিরোধী ক্ষাত্রধর্ম্ম বা রাজনীতির ধ্বংসসাধন; মৎস্যাবতার-লীলায় আধ্যক্ষিকতা বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়া শ্রৌত-প্রণালীর উদ্ধার-সাধন; কূর্ম্মাবতারেও নির্ব্বিশেষবাদিগণের প্রতীক অসুরগণকে মোহিত করিয়া শরণাপন্ন সুরগণকে অমৃত-প্রদান; বরাহাবতারে সর্ব্বত্র হিরণ্য বা ভোগদর্শনকারী কনকদাসের মদমত্ততার বিনাশ; নৃসিংহাবতারে হিরণ্য (কাঞ্চন) ও কশিপু (শয্যা, কামিনী) অর্থাৎ কনককামিনী-সর্ব্বস্ব শুদ্ধভক্তদ্বেষীর প্রতীক হিরণ্য-

কশিপুর কল্পনার অতীত মৃত্যুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া অসুর-বিনাশ ও ভক্তরক্ষার আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা জীবমঙ্গলের আর উচ্চশিক্ষা কি হইতে পারে?

ভ্রম ৯১। রামচন্দ্র বীর রাবণের হাত হইতে সীতাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছেন। আর * * * (জনৈক আধুনিক বীর) পত্নীর প্রতি প্রণয়বশতঃ রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়াও স্ত্রীকে রক্ষা করিয়াছেন।

সৎ ৯১। বদ্ধজীবের ভোগ্যা বৈধ-স্ত্রী-প্রীতি ও কাম-কৈঙ্কর্য্যের অনর্থ-প্রচারের জন্যই সীতারাম-লীলা। কামের তাড়নার প্রবল-উত্তেজনা কামুক সম্প্রদায়ের নিকট বীরত্ব বলিয়া মনে হইলেও উহার আয়ুঃ বেশী দিন নহে, ইহাই শ্রীরামচন্দ্র দশাননকে যুদ্ধে পাতিত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, অসুর রাবণ সীতাদেবীকে দর্শন করিতে পারে নাই, সে কেবল ছায়া-সীতা দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়াছিল। কামুকগণ মায়া-মরীচিকাকেই 'সত্য' মনে করে। কিন্তু, রামচন্দ্রের অপ্রাকৃত বীরত্ব ও পুরুষোত্তমত্ব নিত্যসিদ্ধ। রাবণের কামোত্তেজনা তাহার সাময়িক পুরুষত্বাভিমানকে চরমে নপুংসকতায় পর্য্যবসিত করিয়াছে।

ভ্রম ৯২। মৃন্ময়ীই চিন্ময়ী হন।

সৎ ৯২। মাটি বা জড় কখনও চিন্ময় বা চেতন হইতে পারে না। জড়ই চিৎ হইয়া যায়—এরূপ কল্পনা অবৈদিক মতবাদ। নির্ব্বিশেষবাদিগণের কথিত চিন্ময়তা জড়মনের ভোগ্যবস্তু। তাহা জড়, চেতন নহে। মৃন্ময়ভাব বা জড়ত্বে চিন্ময়তা নাই। ভূমিতে পূজ্য-বুদ্ধি, জলে তীর্থবুদ্ধি, রক্তমাংসের খোলসে আত্মবুদ্ধি—ভারবাহিগণের ধর্ম্ম। সারগ্রাহিগণ শুদ্ধসত্ত্ব এবং তাঁহাদের আরাধ্যবস্তুও পূর্ণচেতন ও শুদ্ধসত্ত্ব।

ভ্রম ৯৩। ভক্তগণের সগুণ ব্রহ্ম।

সৎ ৯৩। নির্ব্বিশেষ মায়াবাদিগণ মনে করে,—তাহারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, আর ভক্তগণ তন্নিম্ন-স্তরের সগুণ-ব্রহ্মের পূজক! নির্ব্বিশেষ ভাবকেই নির্গুণতা মনে করায় চিদ্বিচিত্রতা বা চিদ্বিলাসকে সগুণতা বা গুণের অন্তর্গত বলিয়া ভ্রান্তি হয়! বস্তুতঃ; শুদ্ধসত্ত্বই নির্গুণ। সেখানে মিশ্র সত্ত্বগুণেরও প্রভাব নিরস্ত হইয়াছে। বিরজার নির্গুণতা অর্থাৎ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা নহে। বিরজার উপরে ব্রহ্মলোক; তাহাকে অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা। বৈকুণ্ঠের উপরে যে গোলোক-বিচিত্রতা তাহা অসমোর্দ্ধ। অপ্রাকৃত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সেই গোলোকের চিদ্বিলাসী অপ্রাকৃত লীলা-পুরুষোত্তমের অপ্রাকৃত সেবক। অতএব, নির্গুণতার সর্ব্বোত্তম অবস্থা বৈষ্ণবগণেরই করতলগত; নির্ব্বিশেষবাদী নির্গুণতার নামে জড়গুণ-ব্যতিরেক ভাবমাত্রকে কল্পনা করে। তদুপরি তাহাদের দর্শনের গতি নাই।

ভ্রম ৯৪। শক্তিরই অবতার। রাম ও কৃষ্ণ যেন চিদানন্দ-সাগরের দুইটী ঢেউ।

সৎ ৯৪। ইহা নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতবাদ। কৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ। তিনি পূর্ণশক্তিমান্ সর্ব্বাংশী। তাঁহারই শক্তির চিচ্ছক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তিভেদে দ্বিবিধ প্রকার। শক্তি হইতে শক্তিমানের আবির্ভাব হয় না, শক্তিমান্ হইতেই শক্তি প্রকটিতা। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে", ইহাই শ্রুতির মন্ত্র। রাম ও কৃষ্ণ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-রসামৃতসিন্ধু। তাঁহারা বুদ্ বুদ্ বা তরঙ্গজাতীয় অনিত্য পদার্থ নহেন।

ভ্রম ৯৫। খাদ্যের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই।

সৎ ৯৫। ভক্তগণ সতত শরণাগত; তাঁহাদের প্রত্যেক পদবিক্ষেপ প্রত্যেক আচার-বিচার, প্রত্যেক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুকূল। নিজের যে দ্রব্যটি ভাল লাগে, সেই দ্রব্যটি গ্রহণ করিব এবং ভোগ করিয়া উহা 'ব্রহ্মকে আহুতি দিতেছি' কল্পনা করিব—এরূপ অভক্তিপর নির্ব্বিশেষ বিচার ভক্তগণের নহে। মায়াবাদিগণের উপাস্য—ঠুঁটোরাম। কাজেই ইন্দ্রিয়বান্-রূপে অধোক্ষজ ভগবান্ কোন বস্তু গ্রহণ করিতে না পাবায় (?) ভোগের হেয়তা ব্যক্ত ও গুপ্তভাবে জীবেরই ঘাড়ে পতিত হয়, জীবকে বদ্ধদশায় কবলিত করে, কিন্তু ভগবান যে-সকল প্রিয়দ্রব্য শাস্ত্রদ্বারে তাঁহার ভোগ্য নৈবেদ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সেই-সকল বস্তুর কৃষ্ণভুক্তাবশেষ যোগ্যতানুসারে সম্মান করিয়া ভগবদ্ভক্ত-গণ কৃষ্ণভজনানুকূল জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। 'তাম্বূলাদি দ্রব্য ভগবানের ভোগ্য হইলেও তাহাতে অনর্থযুক্ত আমার যোগ্যতা নাই'—এই বিচারে অনেকে তাহা নমস্কার করিয়া রাখিয়া দেন। কৃষ্ণের উত্তম ভক্তগণের উচ্ছিষ্টই সেবকগণ শরণাগত কুক্কুরের ন্যায় গ্রহণ করিয়া হরিভজনানুকূল জীবন ধারণ করেন।

ভ্রম ৯৬। বৈষ্ণবেরা লাউর ডগা খায়, তা'তেও ত' জীবহিংসা হয়।

সৎ ৯৬। বৈষ্ণবগণ নিরামিষ বা আমিষভোজী নহেন, বৈষ্ণবগণ হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করেন না; কারণ, হবিষ্যান্ন প্রাকৃত ও উহার ভোক্তা জীব। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট, যাহা বিষ্ণুর প্রিয় সেবকগণ ভোজন করিয়া অবশিষ্ট রাখেন, তাহাই নিত্যসেব্যজ্ঞানে সম্মান করেন। বৈষ্ণবের বিচার—'প্রসাদ আমাকে ভোজন করেন, আমি প্রসাদকে ভোজন করিতে পারি না। প্রসাদ সেব্য, আমি ভোগ্য।' কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চার নিকট মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের

ভ্রম ৯৩। ভক্তগণের সগুণ ব্রহ্ম।

সং ৯৩। নির্ব্বিশেষ মায়াবাদিগণ মনে করে,—তাহারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, আর ভক্তগণ তন্নিম্ন-স্তরের সগুণ-ব্রহ্মের পূজক! নির্ব্বিশেষ ভাবকেই নির্গুণতা মনে করায় চিদ্বিচিত্রতা বা চিদ্বিলাসকে সগুণতা বা গুণের অন্তর্গত বলিয়া ভ্রান্তি হয়! বস্তুতঃ; শুদ্ধসত্ত্বই নির্গুণ। সেখানে মিশ্র সত্ত্বগুণেরও প্রভাব নিরস্ত হইয়াছে। বিরজার নির্গুণতা অর্থাৎ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা নহে। বিরজার উপরে ব্রহ্মলোক; তাহাকে অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা। বৈকুণ্ঠের উপরে যে গোলোক-বিচিত্রতা তাহা অসমোর্দ্ধ। অপ্রাকৃত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সেই গোলোকের চিদ্বিলাসী অপ্রাকৃত লীলা-পুরুষোত্তমের অপ্রাকৃত সেবক। অতএব, নির্গুণতার সর্ব্বোত্তম অবস্থা বৈষ্ণবগণেরই করতলগত; নির্ব্বিশেষবাদী নির্গুণতার নামে জড়গুণ-ব্যতিরেক ভাবমাত্রকে কল্পনা করে! তদুপরি তাহাদের দর্শনের গতি নাই।

ভ্রম ৯৪। শক্তিরই অবতার। রাম ও কৃষ্ণ যেন চিদানন্দ-সাগরের দুইটা ঢেউ।

সং ৯৪। ইহা নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতবাদ। কৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ। তিনি পূর্ণশক্তিমান্ সর্ব্বাংশী। তাঁহারই শক্তির চিচ্ছক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তিভেদে বিবিধ প্রকার। শক্তি হইতে শক্তিমানের আবির্ভাব হয় না, শক্তিমান্ হইতেই শক্তি প্রকটিত। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে", ইহাই শ্রুতির মত। রাম ও কৃষ্ণ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-রসানুভবসিদ্ধ। তাঁহারা বুদ্ বুদ্ বা তরঙ্গজাতীয় অনিত্য পদার্থ নহেন।

ভ্রম ৯৫। শাস্ত্রের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই।

প্রিয় ও শাস্ত্রের ব্যবস্থিত বস্তুসমূহ নিবেদন করিয়া প্রসাদজ্ঞানে সেবা করেন। মধ্যমাধিকারী অর্চ্চার নিকট নৈবেদ্য না দিয়া নিজে নিজে মন্ত্রের দ্বারা নিবেদন করিয়া ভগবৎপ্রসাদবুদ্ধিতে গ্রহণ করেন, আর উত্তমাধিকারীর সর্ব্বদা দর্শন ও বিচার এই যে,—কৃষ্ণ নিজে গ্রহণ করিয়া সেই উচ্ছিষ্ট তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। অতএব, বৈষ্ণবগণকে নিরামিষ বা বাতাহারীর ন্যায় বৃক্ষলতার প্রাণ বধ করিয়া বা বায়ুগত পোকা, মাকড়ের প্রতি হিংসা করিয়া নিজের তহবিলে কিছু ভোগ আহরণ করিতে হয় না।

ভ্রম ৯৭। চা'-পানে কুলকুণ্ডলিনী জাগে।

সৎ ৯৭। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—তাশ, পাসা প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়া যাবতীয় নেশা—পান, অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ বৈধ-স্ত্রীতে আসক্তি, পশুবধ এই সকলের মধ্যে সাক্ষাৎ কলি বাস করে। অতএব, যাহারা চ-পান, গঞ্জিকা-সেবন কিংবা তাম্রকূটের ধূমোদ্গীরণের প্রতিযোগিতা দ্বারা সাধুত্ব নির্ণয় করিতে চাহে, তাহাদের বিচার ভাগবতধর্ম্মের বিরোধী কলির বিচার মাত্র। যাঁহার কৃষ্ণসেবায় নেশা হইয়াছে, তাঁহার কখনও কলির স্থানে নেশা নাই। অভক্ত হঠযোগী ও রাজযোগী পরমেশ্বরের ইন্দ্রিয়-তর্পণচেষ্টায় বিমুখ হইয়া আত্মেন্দ্রিয় তর্পণকে ঐরূপ নানা কথার আবরণে চালাইবার চেষ্টা করে।

ভ্রম ৯৮। (বহির্ম্মুখ) সমাজের অস্পৃশ্য ও নির্য্যাতিত জাতিগণ হরিজন।

সৎ ৯৮। জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত হরির জন অর্থাৎ ভগবানের নিত্যদাস। কিন্তু, যাহারা স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মায়ার কার্য্যে লিপ্ত, তাহাদের ভগবানের 'দাসানুদাস' অভিমান নাই,—নাই বলিয়াই তাহারা ভগবানের সেবকগণের সেবা ছাড়িয়া মায়ার বহুরূপিণী

[সে]বায় ব্যস্ত এবং মায়ার উচ্চতা ও নীচতা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। [ব্র]জন্য যাহাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহারাই হরিজন পদবাচ্য [ত]াহারাই হরির নিজজন। আর, মায়ার সেবায় তন্ময় হরিসেবাবিমুখ ব্যক্তি হরিসেবা হইতে বহুদূরে। মেথর, মুদ্দাফরাসকে 'হরিজন' বলা নাস্তিকতার চরম; ইহা অপ্রাকৃত হরিজনগণের চরণে অপরাধ। যিনি জন্মদাতা, তাঁহাকেই জনক বলিতে পারি; কিন্তু, যাহাতে জনকত্ব নাই, তাহাকে বা তাহাদিগকে জনক বলা, 'জনক' শব্দের অপব্যবহার। অতএব, 'হরি' শব্দ যেমন এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের জন্য একচেটিয়া, তদ্রূপ 'হরিজন' শব্দও শ্রীহরির সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত ভক্তগণের জন্যই একচেটিয়া। ঝড়ু ঠাকুর, ঠাকুর হরিদাস বা শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট—ইহারা সকলেই অপ্রাকৃত হরিজন বটে। কিন্তু, হরিবিমুখ ভূঁইমালী, ম্লেচ্ছ বা হরিবিমুখ ব্রাহ্মণ নামধারী কেহই 'হরিজন' নহে—তাহারা মায়াজন।

ভ্রম ৯৯। ইনি চণ্ডাল বৈষ্ণব; ইনি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব।

সৎ ৯৯। বৈষ্ণব চণ্ডাল বা তথাকথিত ব্রাহ্মণ নহেন। তবে বৈষ্ণব যে কোন কুলেই আবির্ভূত হইতে পারেন। যখন কাহারও সেবোন্মুখতা প্রকাশিত হয়, তখন আর তাঁহাকে কর্ম্মফল-বাধ্য সামাজিক জাতির মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না। কাজেই 'চণ্ডাল বৈষ্ণব' ও 'ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব' কথাটি মাটির সোণার বাটির ন্যায় নিরর্থক মাত্র।

ভ্রম ১০০। গ্রাম্য কবীন্দ্র-জয়ন্তী, গ্রাম্য সাহিত্যিকের জয়ন্তী, কংগ্রেস-জয়ন্তী, কৃষ্ণ-জয়ন্তী ও শ্রীচৈতন্য-জয়ন্তী—সকলই বীরপূজার আদর্শ।

সৎ ১০০। শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের অষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে 'জয়ন্তী' তিথি বলে। স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে

রোহিণী নক্ষত্র-সংযুক্তা অষ্টমী তিথিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাকেই 'জয়ন্তী' বলে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিই 'জয়ন্তী' এই নামটি সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষণ করিয়াছে। ভোগী, কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, দেশনেতা, সমাজনেতা বা জাগতিক ভোগবর্দ্ধনকারী প্রতিষ্ঠানাদির জন্মদিনকে কিংবা যে-সকল রক্ত-মাংসের কল্পিত জীব বদ্ধ জীবের দ্বারা অবতার প্রভৃতি বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের কর্ম্মফল-ভোগের জন্য ত্রিতাপে প্রবেশের প্রথম দিন বা তিথিকে 'জয়ন্তী' বলা একাধারে অজ্ঞতা ও অত্যন্ত হরিবিমুখতা। ইহা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মতিথির চরণে অপরাধ; তৎফলে ঐরূপ বক্তাকে কোটি কোটি জন্ম হরিবিমুখ থাকিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। আর, অপ্রাকৃত কৃষ্ণজনের আনুগত্যে 'কৃষ্ণজয়ন্তীর' সেবা করিলে চরমমঙ্গল লাভ হইবে।

ভ্রম ১০১। মাতা-পিতার, কল্পিত সাধুগুরুর, কল্পিত অবতারের, পার্থিব বীরের, কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-ব্রতীর, দেশনেতা বা রাষ্ট্রনেতার ছবি-পূজা ও নিত্যমুক্ত ভগবজ্জনগণের ও ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ আচার্য্যাবতারের অপ্রাকৃত আলেখ্য-পূজা এক, অথবা সাধক ও নিত্যসিদ্ধের আলেখ্য একজাতীয়।

সৎ ১০১। তথাকথিত মাতা-পিতা বদ্ধজীবের বদ্ধদশায় গুরুজন; তাহারা অপ্রাকৃত হরিসেবা অর্থাৎ আত্মানুশীলনের গুরুজন নহেন। সৌভাগ্যক্রমে কদাচিৎ যদি কোন মাতা-পিতা পারমার্থিক গুরু হন, তখন আর তাঁহাদিগের প্রতি 'মাতা-পিতা' বুদ্ধি অর্থাৎ দৈহিক সম্বন্ধ লইয়া কোন প্রকার আসক্তি বা মোহ থাকে না। কিন্তু, হরিবিমুখ মাতা-পিতা, অথবা উন্মুখতার ছলপ্রদর্শন-পূর্ব্বক মোহ-বিস্তারকারী মাতা-পিতা, কিংবা জাগতিক কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর প্রভৃতি

সকলেই বদ্ধজীব। তাহাদের দেহ ও দেহীতে ভেদ আছে। ইহাদের ছবি পূজা—বদ্ধজীবের 'কুণপ' বা 'খোলস'-পূজা অর্থাৎ পৌত্তলিকতা। উহার সহিত নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য বা গুরুবর্গের আলেখ্যাবতারের পূজা এক নহে। একটিতে ভক্তি-বৃদ্ধি হয়, আর একটিতে অভক্তি অর্থাৎ জড়াসক্তির বর্দ্ধন হয়। অধিক কি, অনর্থযুক্ত সাধক জীব, যাহার দেহ দেহীতে-ভেদ আছে, তাহার আলেখ্য ও নিত্যসিদ্ধ গুরুপাদপদ্মের আলেখ্য এক নহে।

ভ্রম ১০২। ভোগীর প্রতিযোগী ত্যাগীই সাধু।

সৎ ১০২। প্রকৃত সাধু ভোগী ও ত্যাগীর প্রতিযোগী নহেন। ভোগ ও ত্যাগ পিশাচীকে যে মহাপুরুষ পৃথিবীর লোকের ঘাড় হইতে শ্রৌত উপদেশ-মন্ত্রে বিতাড়িত করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত সাধুপদবাচ্য। লোকের ধারণা,—সাধুর আচরণ ভোগীর আচরণের বিপরীত হইবে। অর্থাৎ ভোগী যখন অট্টালিকায় বাস করেন, গাড়ী-ঘোড়ায় চড়েন, কাপড় পরেন, অর্থাদি স্পর্শ করেন, কথাবার্ত্তা বলেন, তখন সাধুর ঐ সকল কিছুই থাকিবে না। কিন্তু, ঐগুলি না থাকিলেই সাধুত্বের পরিচয় হয় না। ঐগুলিকে যিনি জগন্মঙ্গল কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের বাহন করিয়া সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সাধু।

ভ্রম ১০৩। যিনি ভাবী শত সহস্র বা ততোহধিক বৎসরের চিন্তাধারার অগ্রগতি বিধান করিতে পারেন, তিনিই জগৎপূজ্য যুগাচার্য্য হইতে পারেন।

সৎ ১০৩। 'ভাবী জগতের চিন্তাস্রোতের অগ্রগতি' শাস্ত্র হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত কলি বা তর্কযুগের জগন্নাশকর চিন্তাস্রোতঃ মাত্র। সহস্র বৎসর পরে কলিতে যে-

সকল রজোগুণোত্থ আচার ও মনোধর্ম্মের স্রোতঃ প্রবাহিত ও প্রবাহিত হইবে, তাহা সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই যদি কেহ মানবজাতির মধ্যে সংক্রামিত করিয়া দেন, তাহা হইলে সেইরূপ রজোগুণোদ্দীপ্ত চিন্তাধারার উত্তেজনা আসুরিকতার অগ্রগতি মাত্র। এইরূপ আসুরিকতার প্রবর্ত্তনকারী যুগাচার্য্য বটে, অর্থাৎ কলিযুগেরই অধিনায়ক বা স্বয়ং কলি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাত্বত আচার্য্যগণ সকলেই গুপ্ত সনাতন শ্রৌত-চিন্তাধারারই সেবা-বৈশিষ্ট্যের সহিত প্রকাশিত করিয়াছেন। কলির ভবিষ্য আচারের অগ্রগতি সাধন করিয়া কেহ যুগবিশেষকে সহস্র বৎসর অগ্রগামী করিয়া দেন নাই।

ভ্রম ১০৪। ফল্গুত্যাগই—আচরণ, কর্ম্মবীরত্বই—বাস্তবতা, ভক্তিসিদ্ধান্তানুশীলন Intellectualism (বোধশক্তির ব্যায়ামবিশেষ) বা Idealism (আদর্শ-ভাববাদ)।

সৎ ১০৪। ভক্তিসিদ্ধান্তানুশীলন ব্যাপারটী Intellectualism বা Idealism নহে। তাহা বাস্তব আচরণেরই সহগামী বন্ধু। যেখানে ভক্তিসিদ্ধান্তের চর্চ্চা (?)-রূপ পাণ্ডিত্যবিলাস আছে ; অথচ, আচরণ নাই, সেখানে সিদ্ধান্ত-বিরোধ উপস্থিত হইবেই হইবে। তবে, কোন কোন সময় ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারকারীতে ভক্তিসিদ্ধান্তানুযায়ী আচরণ যে পূর্ণভাবে দেখা যায় না, তাহাও অন্যাভিলাষ রহিত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্তানুশীলনের দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে। ভক্তিসিদ্ধান্তানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ে, এমন কি অনেক কর্ম্মী, জ্ঞানি-সম্প্রদায়ে যে আচরণের অভিনয় দেখা যায়, তাহা কর্ম্মবীরত্ব মাত্র।

ভ্রম ১০৫। বাক্যবাগীশতাই হরিকীর্ত্তন বা হরিভজন।

সৎ ১০৫। ভক্তিসিদ্ধান্ত-কীর্ত্তন হরিকীর্ত্তন বা হরিভজন হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। তাহা পরোপদেশে পাণ্ডিত্য-বিলাস বা বাক্যবাগীশতা নহে। যেখানে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-বিহীন বাক্যবাগীশতা, সেখানেই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার উদয়। সেই বাক্যবাগীশতার সিদ্ধান্তবিরোধ ঘটিবেই ঘটিবে।

ভ্রম ১০৬। ভক্তিমঠ-মন্দির-নির্ম্মাণকারী অপেক্ষা ভক্তিগ্রন্থ-লেখক বা বক্তা শ্রেষ্ঠ ; অথবা লেখক বা বক্তা হইতে মঠনির্ম্মাণকারী শ্রেষ্ঠ।

সৎ ১০৬। এই সকল বিচার স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক। যেখানে হরি-সেবায় ভোক্তৃত্বাভিমানরূপ বিবর্ত্ত, সেখানেই ভোক্তাভিমানীর দলাত্মবোধ ও অদ্বয়জ্ঞানের বিচিত্রতায় ভেদবুদ্ধি। ইট-পাথরের ভারবাহী অপেক্ষা কাগজের ভারবাহী শ্রেষ্ঠ,—অথবা কাগজের ভারবাহী অপেক্ষা ইটপাথরের ভারবাহী শ্রেষ্ঠ, এই উভয় বিচারই ভারবাহিতার পরিচায়ক। সারগ্রাহী ঐরূপ দ্বন্দ্বের অতীত হইয়া যাহাতে সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হন, সেইরূপ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী সেবাই আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে অনুশীলন করিয়া থাকেন।

ভ্রম ১০৭। ভক্তিগ্রন্থ-লেখক অপেক্ষা মুখে ভক্তির কথা-প্রচারকারীর অধিক মহত্ত্ব অথবা কথক অপেক্ষা ভক্তিগ্রন্থলেখক জগতের অধিক উপকারক।

সৎ ১০৭। যাহাদের অদ্বয়জ্ঞানের বিচিত্রতায় ভেদবুদ্ধি, তাহারা কেহ কেহ বলেন,—যাহারা দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচার করেন, তাহারা সাক্ষাদ্ভাবে অনেক বিরোধি-লোকের সম্মুখীন হইয়া, তাহাদের নানা-আক্রমণ সহ্য করিয়া নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়া, তাহাদের নানা-প্রকার প্রশ্নের সমাধান করিয়া, সত্যকথা প্রচার বা ভিক্ষাদি সংগ্রহ

করেন বলিয়া তাঁহাদের অধিকতর বীরত্ব। আর যাঁহারা নিজের দুর্গের মধ্যে বসিয়া লোকের নিকট হরিকথা বলেন কিংবা গ্রন্থ ও পত্রিকাদি লিখেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় বীর নহেন। অথবা তাঁহাদের ততটা বাধা-বিপত্তি সহ্য করিতে হয় না। বস্তুতঃ, এই উভয়-প্রকার প্রচারক যদি নিষ্কপট, গুরুসেবৈকনিষ্ঠ, আচরণশীল নিরপেক্ষ ও নির্ভীক বক্তা হন, তবেই তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের সেনাপতিত্ব করিতে পারেন। নিত্যানন্দ প্রভু ও ঠাকুর হরিদাস যেরূপ প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচার করিয়া মহাপ্রভুর সেনাপতিত্ব করিয়াছিলেন, শ্রীরূপ-সনাতন একান্তে বসিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়া তদপেক্ষা কম জীবে দয়া করেন নাই, বা তাঁহাদের সেনাপতিত্ব বা সেবাবীরত্ব কিছু কম ছিল, তাহা নহে। প্রকৃতি-কবলিত কর্তৃত্বাভিমান হইতেই গুরুদাস্যের বিচিত্রতায় ভেদবুদ্ধি ও মৎসরতার উদয় হয়।

ভ্রম ১০৮। লিঙ্গই (বাহ্যচিহ্নই) বর্ণ ও আশ্রম।

সৎ ১০৮। লিঙ্গই বর্ণ ও আশ্রমের পরিচায়ক নহে, 'বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ'। কেবল দণ্ড ধারণ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না, সূত্র ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না, সাদা কাপড় পরিলেই গৃহস্থ বা পরমহংস হয় না। নিষ্কিঞ্চন ভাগবত পরমহংসের একান্ত সেবাময় আনুগত্যই দৈববর্ণাশ্রমীর পরিচয়। পরমহংস গুরু-পাদপদ্মের সেবাই দৈববর্ণাশ্রমীর একমাত্র ধর্ম্ম। দৈববর্ণাশ্রমী সকলেই মুকুন্দপ্রেষ্ঠ গুরুপাদ-পদ্মের সেবা, মুকুন্দসেবানিষ্ঠারূপ স্বরূপ-লক্ষণযুক্ত।

ভ্রম ১০৯। বিষ্ঠা ও চন্দনে যাহার সমজ্ঞান, মাটি ও টাকায় যাহার সমজ্ঞান, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণে যাহার সমজ্ঞান, বেশ্যা ও সতীতে যাহার সমজ্ঞান, জীবে ও ব্রহ্মে যাহার সমজ্ঞান, চেতন ও অচেতনে যাহার সমজ্ঞান—তিনিই পরমহংস।

সৎ ১০৯। যিনি চেতনাচেতন সর্ব্বজীবে অর্থাৎ অন্তরঙ্গা-বহিরঙ্গা শক্তির পরিণামে পরমাত্মা ভগবানের ভাবসমূহ দর্শন করেন, চেতনাচেতন সর্ব্বভূতকেই ভগবৎ-পরমাত্মায় অবস্থিত দেখেন, সেইরূপ মহাভাগবতই পরমহংস। ব্রজদেবীগণের "বনলতাস্তরব আত্মনি" (ভাঃ ১০।৩৫।৯), "নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য" (ভাঃ ১০।২১।১৫) ও "কুররি বিলপসি" (ভাঃ ১০।৯০।১৫) ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ভাবই পরমহংস মহাভাগবতের লক্ষণ। যিনি স্বীয় হৃদয়ে প্রণয়রসনরারা ভগবৎপাদপদ্ম সর্ব্বদা আবদ্ধ করিয়াছেন, সাক্ষাৎ হরি যাঁহার হৃদয়কে কখনও পরিত্যাগ করেন না, সেইরূপ মহাভাগবতই পরমহংস। সনক, সনন্দন, শুকাদি পরমহংস-শিরোমণিগণ ব্রহ্মজ্ঞানাদি বা আত্মারামতাকেও বর্জ্জন করিয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনকেই সম্বল করিয়াছিলেন। অতএব পরমহংসের সকল বস্তুতেই সেব্যজ্ঞান থাকায়, তিনি সকলকেই গুরুবস্তুরূপে দর্শন করেন। তাহা নির্ব্বিশেষবাদী বা কৃত্রিম-পন্থীর (যোগী, জ্ঞানীর) বিষ্ঠা ও চন্দনে, বেশ্যা ও সতীতে সমজ্ঞানের আদর্শ নহে।

ভ্রম ১১০। এক ঘেয়ে গোঁড়ামির ন্যায় অনর্থ আর কিছুই নাই।

সৎ ১১০। এক—এক—এক। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। এক অদ্বিতীয় পরাৎপরতত্ত্ব। তিনিই অসমোর্দ্ধ, তিনিই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁহার সহিত জীবের একমাত্র সম্বন্ধ—নিত্যদাস্য। একমাত্র অভিধেয়—শুদ্ধভক্তি, আর একমাত্র প্রয়োজন—প্রেম। এক নিত্যদাস্যরূপ সম্বন্ধজ্ঞানই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর সম্বন্ধজ্ঞান-বিচিত্রতায় প্রকাশিত। এক শুদ্ধভক্তি—শ্রবণ, কীর্ত্তন,

স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনাদি অভিধেয়-বিচিত্রতায় প্রকাশিত। এক প্রেমা—স্নেহ, মান, প্রণয় রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাবাদি প্রয়োজন-বিচিত্রতায় প্রকাশিত। পরমাত্মজ্ঞান বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানাদি সম্বন্ধজ্ঞান নহে। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যাদির চেষ্টা ভক্তির বিচিত্রতা নহে। নির্ব্বাণ, পরিনির্ব্বাণ, কৈবল্য, চিন্মাত্রানুভূতি, অচিন্মাত্রানুভূতি প্রভৃতি প্রেমের বিচিত্রতা নহে। পাতিব্রত্য অনর্থ বা সঙ্কীর্ণতা নহে। স্বৈরিণীর বহু-রঞ্জনেচ্ছাতেই অনর্থ ও সঙ্কীর্ণতা।

গ্রন্থ সমাপ্ত